# ‘২০২৪-২৫ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা’ বিষয়ে প্রতিবেদন

CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM

# ‘২০২৪-২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা’ বিষয়ে প্রতিবেদন

**সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা:** মোহাম্মদ আবু সাঈদ

**পেপারওয়ার্ক:** মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
**ফিল্ডওয়ার্ক:** আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

**প্রকাশ:**
ডিসেম্বর, ২০২৫
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

*মাকাম* কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ০৪ |
| উৎসসমূহ | ০৫ |
| সারাংশ | ০৬ |
| আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা | ০৭ |
| জেলাভিত্তিক সংখ্যা | ১০ |
| মালেক শাহ দরবার | ১১ |
| আশরাফনগর দরবার | ১২ |
| শামসুল হক শাহ মাজার | ১৪ |
| শাহজাহান পাগলার মাজার | ১৬ |
| নাঙ্গলকোটে ৮টি মাজারে হামলা | ১৮ |
| পীর গোলাম মহিউদ্দিনের আস্তানা | ২০ |
| সুবেদার আব্দুর রহিমের মাজার | ২২ |
| সৈয়দ আবুল কাশেমের মাজার | ২৪ |
| সৈয়দ নিজাম উদ্দিনের মাজার | ২৫ |
| ফকির আব্দুল জলিলের মাজার | ২৬ |
| সৈয়দ আব্দুল গনির মাজার | ২৭ |
| রৌশন শাহ মাজার | ২৮ |
| প্যাটেন শাহ মাজার | ২৯ |
| কেরানী সাহেবের মাজার | ৩০ |
| চাড়ু মিজি শাহ মাজার | ৩১ |
| রাহাত আলী শাহ মাজার | ৩৩ |
| বোবা শাহ মাজার | ৩৫ |
| রহম আলী শাহ মাজার | ৩৭ |
| ঘাসিপুর দরবার শরীফ | ৩৯ |
| মুহাম্মদ শাহ কাদেরীর মাজার | ৪১ |
| আইয়ুব আলী দরবেশের মাজার | ৪২ |
| খাজা কালু শাহ মাজার | ৪৫ |
| কুমিল্লায় একসাথে ৪টি মাজারে হামলা | ৫০ |

কফিল উদ্দিন শাহ ৫৩
কালাই শাহ মাজার ৫৫
আবদু শাহ ৫৬
হাওয়ালী শাহ ৫৭
হামলার অভিযোগ ও হামলার চেষ্টা ৫৮
বারো আউলিয়ার মাজার ৫৯
নানা শাহ মাজার ৬১
শাহ মনোহর মাজার ৬২
সোলাইমান শাহ ৬৪
শাহ বদিউজ্জামান মুন্সীর মাজার ৬৫
হযরত লাল শাহ বাবার মাজার ৬৭

# ভূমিকা

বারো আউলিয়ার দেশ খ্যাত চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চল। বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় চট্টগ্রাম বিভাগে সুফি ঐতিহ্য এবং মাজার-ভিত্তিক সংস্কৃতির অবস্থান ও চর্চা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। এই বিভাগে (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবার, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর) ঐতিহাসিকভাবে অসংখ্য মাজার রয়েছে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে মাজার, দরগাহ সর্বোপরি মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগে ৩১টি মাজারে হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে নভেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বিভাগে মাজারে হামলা সংক্রান্ত যত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে প্রায় সকল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসন, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি ‘তদন্ত প্রতিবেদন’ নয়। চট্টগ্রাম বিভাগে মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, দেশের সরকার, মিডিয়া সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও আমাদের অজান্তে কোনো ভুল পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর সাথে সাথে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

# উৎসসমূহ (Sources)

এই প্রতিবেদনটি বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। যেমন:

- **সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও প্রতিবেদন:** প্রধান সংবাদমাধ্যম যেমন The Daily Star (যেমন 'Silence of the shrines', ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫), TBS News (যেমন '44 attacks on 40 shrines', ১৮ জানুয়ারি ২০২৫), এবং Prothom Alo ইত্যাদি জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকা থেকে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা, হতাহতের পরিসংখ্যান এবং প্রশাসনিক অবস্থান সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়া তালিকা ও মন্তব্য পোস্ট):** ফেসবুক এবং ইউটিউবে ছড়ানো পোস্ট, তালিকা এবং মন্তব্য থেকে স্থানীয় প্রতিক্রিয়া, হামলার চেষ্টা এবং প্রোপাগান্ডা সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' গোষ্ঠীর সংগঠিত হওয়া, স্লোগান এবং মব গঠনের ডকুমেন্টেশন রয়েছে।
- **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও লাইভ:** ফেসবুক এবং ইউটিউবে লাইভ ভিডিও এবং ক্লিপস (যেমন হামলার সময়কার ফুটেজ, মাইকিং করে মব গঠন) থেকে ঘটনার রিয়েল-টাইম প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিছু ভিডিও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
- **সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রকাশিত ভিডিও সংবাদ:** টেলিভিশন এবং অনলাইন নিউজ চ্যানেল যেমন যমুনা টেলিভিশন, NTV এবং bdnews24.com-এর ভিডিও রিপোর্ট থেকে ঘটনার দৃশ্যমান প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন:** বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন থেকে সিস্টেম্যাটিক অ্যাটাক, হতাহত এবং সাম্প্রদায়িক যোগসূত্রের বিশ্লেষণ সংগ্রহ করা হয়েছে। (যেমন: এমএসএফ ইত্যাদি)
- **ফিল্ড ওয়ার্ক ও সরেজমিন যাচাই:** মাকাম'র প্রতিনিধিরা হামলার শিকার কুমিল্লা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন মাজার পরিদর্শন করে সরেজমিনে ঘটনার আদ্যোপান্ত জানার চেষ্টা করেছেন। এতে খাদেম, ভক্ত এবং স্থানীয়দের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এগুলো ঘটনার প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ প্রমাণ এবং হামলার শিকার মাজারের বর্তমান অবস্থা নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে।

প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নিউজ, প্রতিবেদন, ভিডিও ও ফিল্ডওয়ার্ক থেকে প্রাপ্ত ডকুমেন্ট আর্কাইভ করা আছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত যে কোনো প্রকার তথ্যের পর্যাপ্ত প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ চাহিবামাত্র নির্দিষ্ট তথ্য-সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রদান করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

# সারাংশ

চট্টগ্রাম বিভাগে ২০২৪-২০২৫ সালে মাজার-সংক্রান্ত হামলা ও সম্পর্কিত ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে নভেম্বর অবধি চট্টগ্রাম বিভাগে ২৭টি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। জেলাভিত্তিক বিবরণে দেখা যায়: কুমিল্লায় ১৭টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২টি, নোয়াখালীতে ৩টি, চট্টগ্রামে ৪টি এবং কক্সবাজারে ১টি- মোট ২৭টি হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। পাশপাশি এমন ৪টি খবর পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে ২টি গুজব ও ২টির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, প্রমাণিত ঘটনা ২৭টি এবং অপ্রমাণিত ও গুজব ২টি, মোট ৩১টি।

হামলাগুলোর প্রধান কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ (যেমন: মাজারকে 'শিরক-বিদআত' আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন), রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (যেমন: আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতা), সামাজিক অসন্তোষ (যেমন: মাদক সেবন বা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ) এবং জমি-সংক্রান্ত বিরোধ। উদাহরণস্বরূপ, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর ঘটনাগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' ব্যানারে সংগঠিত হামলায় ওরস, মেলা বা সুফি সমাজের অনুষ্ঠানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাকে স্থানীয় যুবকদের চারিত্রিক স্খলনের কারণ হিসেবে অভিযোগের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। প্রভাবের দিক থেকে, মাজারগুলোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ওরস, মেলা, মিলাদ) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হামলাকারীরা বহিরাগত (যেমন: চরমোনাইপন্থী বা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র)। এছাড়া, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট: বেশিরভাগ ঘটনায় (২৫টির বেশি) কোনো মামলা, গ্রেফতার বা তদন্তের অগ্রগতি নেই, যা হামলাকারীদেরকে উৎসাহিত করেছে। কেবল ৩টি ক্ষেত্রে (যেমন: হোমনায় চার মাজারের হামলা, সীতাকুণ্ডে খাজা কালুশাহ মাজার এবং নোয়াখালীতে শাহসূফী আইয়ুব আলী মাজার) প্রশাসন সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে, যেখানে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হামলার পর অদ্যাবধি অন্তত ১২টি মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। অন্তত ১৫টি মাজারের বাৎসরিক উরসের আয়োজন বন্ধ রয়েছে। এ-সকল হামলায় নারীসহ অন্তত ৩১জন আহত হয়েছে।

## পরিসংখ্যান

সারাদেশে যত মাজারে হামলার সকল ঘটনা ঘটেছে (কম-বেশি ১৫০টি) তন্মধ্যে এক পঞ্চমাংশ (২০%) ঘটেছে চট্টগ্রামে। বিভাগের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে কুমিল্লায়, ৫২%। প্রধান কারণসমূহ: ধর্মীয় অভিযোগ (বিদআত-শিরক, ৫৫%), স্থানীয় বিরোধ (মাদক-জমি, ৩০%) এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (১৫%)। হামলাকারী হিসেবে 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃত্বই প্রধান (৭৫%)। হামলার ঘটনায় প্রশাসনের সক্রিয়তা ১০%; নিষ্ক্রিয়তা ৯০%।

# আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে চট্টগ্রাম বিভাগে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি ছকে বিভক্ত। ১ম ছকে যে-সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করা সম্ভব হয়েছে এবং ২য় ছকে সে-সকল মাজার যেগুলোতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, হুমকি প্রদান করা হয়েছে, হামলার ব্যর্থ চেষ্টা ও হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

| সংখ্যা | মাজারের নাম | সময় | স্থান | ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মালেক শাহ দরবার | ৫ আগস্ট, ২০২৪ | লাকসাম, কুমিল্লা। | হামলার পর মাজারের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। |
| ২ | আশরাফনগর দরবার শরীফ | ৫ই আগস্ট, ২০২৪ | কুমিল্লার লাকসামে | হামলার পর মাজার কর্তৃপক্ষকে হুমকি প্রদান। |
| ৩ | সামছু পাগলার মাজার/ শামসুল হক শাহ মাজার | ৬ই ও ৭ই আগস্ট ২০২৪। দুই দফায়। | ভবনাথপুর, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | দুই দফায় হামলা ও কমপক্ষে একজন গুরুতর আহত। |
| ৪ | শাহাজাহান পাগলার মাজার | ১৬ই আগস্ট ২০২৪ | কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার পৈইয়াবাড়িতে | অবৈধ জমি দখলের অভিযোগে হামলা। |
| ৫ | পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর আস্তানা। | ০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, সোমবার ফজরের নামাজের পর কয়েকশ লোক। | কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা হেসাখাল ইউনিয়ন, হিয়াজোড়া গ্রামে। | কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার একদিনে ৮টি মাজার হামলা। সবগুলোর কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। |
| ৬ | সুবেদার আব্দুর রহিম হিয়াজুড়ী মাজার | | | |
| ৭ | সৈয়দ আবুল কাশেম মাইজভাণ্ডারী হিয়াজুড়ী মাজার | | | |
| ৮ | সৈয়দ নিজাম উদ্দিন হিয়াজুড়ী মাজার | | | |
| ৯ | ফকির আব্দুল জলিল হিয়াজুড়ি মাজার | | | |
| ১০ | সৈয়দ আব্দুল গনি শাহ হিয়াজুড়ির মাজার | | | |
| ১১ | রৌশন শাহ মাজার | ০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, সোমবার ফজরের নামাজের পর কয়েকশ লোক। | কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা হেসাখাল ইউনিয়ন, তেতিপাড়া গ্রামে | |
| ১২ | প্যাটেন শাহর মাজার | | কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা মৌকরা | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ইউনিয়নের, ফতেপুর গ্রামে | |
| ১৩ | কেরানী সাহেবের মাজার | ১০ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪/ মঙ্গলবার | কুমিল্লায় নাঙ্গলকোট উপজেলার | মাজারের সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। |
| ১৪ | চাড়ু মিজি শাহর মাজার | শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর), ২০২৪, সকাল ৯টায় | নোয়াখালী পৌরসভার লক্ষ্মীনারায়ণপুর দরগাহ বাড়িতে | ২০০ বছরের পুরোনো মাজার। সেক্রেটারীর ছেলে কর্তৃক হামলা। |
| ১৫ | শাহান শাহ রাহাত আলি শাহ | শনিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বিকালে | ছয়ফুল্লাকান্দি, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | মাজার কর্তৃপক্ষ নিজেরাই পাহারা দিয়ে কার্যক্রম চালু রেখেছেন। |
| ১৬ | বোবা শাহের মাজার | রাতে (২৮ নভেম্বর, ২০২৪ | কুমিল্লার দেবিদ্বারের বরুড় গ্রামে অবস্থিত | আস্তানায় মাহফিল চলাকালে তৌহিদি জনতার হামলা, ১ জন আহত। |
| ১৭ | হযরত রহম আলী শাহ (র.) এর মাজার | বৃহস্প্রতিবার (৯ জানুয়ারী, ২০২৫ ) আনুমানিক দুপুর ২ টার সময় | পশ্চিম ফরহাদাবাদ জব্বারহাট বাজারস্ত, হাটহাজারী থানা, চট্টগ্রাম | মাজারের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। |
| ১৮ | ঘাসিপুর দরবার শরিফ, মধু দরবেশের মাজার | সোমবার, (১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ বিকেল ৩টায়) | চাটখিল, নোয়াখালী। | ১০ জন আহত |
| ১৯ | সৈয়দ মুহাম্মদ শায়ের মুহাম্মদ শাহ আল কাদেরী আল চিশতীর মাজার | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাতে | পেকুয়া, কক্সবাজার | ২০ জন আহত। |
| ২০ | শাহসূফী আইয়ুব আলী দরবেশের মাজার | বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটার দিকে (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫), ওরশ চলাকালীন। | নোয়াখালী সদর উপজেলার কালাদরাফ ইউনিয়নে মুন্সির তালুক গ্রামে | হামলা করে মাজার সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। |
| ২১ | হযরত খাজা কালুশাহ (রহ:) মাজার ও মাদরাসা | ৭ এপ্রিল ২০২৫ দুপুরে | চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে | আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপি। কমিটির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। |
| ২২ | কফিল উদ্দিন শাহ | ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকালে | কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামে | কুমিল্লায় একসাথে চারটি মাজার হামলা। |
| ২৩ | কালাই শাহ (কালু শাহ) | | | |
| ২৪ | আবদু শাহ | | | |
| ২৫ | হাওয়ালী শাহ | | | |

| হামলার অভিযোগ/চেষ্টা/গুজব এমন ঘটনার তালিকা | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **সংখ্যা** | **মাজারের নাম** | **সময়** | **স্থান** | **ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য** |
| ২৬ | বারো আউলিয়ার মাজার | সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৪ | সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম | স্রেফ অভিযোগ, তথ্য নেই। |
| ২৭ | নানা শাহ্ মাজার শরীফ | ৫ই এপ্রিল ২০২৫ | তেলিনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | স্রেফ অভিযোগ, তথ্য নেই। |
| ২৮ | শাহ মনোহর (ক.) মাজার | শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) | হাটহাজারী, চট্টগ্রাম | হামলার চেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ। |
| ২৯ | হজরত সোলায়মান শাহর মাজার | ৩০ই জুলাই ২০২৫ | চাঁদপুর জেলার উত্তর উপজেলার বেলতলী এলাকার | প্রোপাগান্ডা ও গুজব। |
| ৩০ | হযরত শাহ বদিউজ্জামান মুন্সী (রহ.) এর মাজার | ১০ই আগস্ট, ২০২৪, রাতে | বোয়ালখালী কধুরখীল ইউনিয়নের | ৮টি কোরআন শরীফ পুড়ে যায়। হামলা নিশ্চিত নয়। |
| ৩১ | হযরত লাল শাহ বাবা (রহ.) | ২০ নভেম্বর ২০২৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত | ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে ৬ লেনে উন্নীত করার প্রকল্পের অধীনে জমি অধিগ্রহণ। |

**চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘঠিত প্রমাণিত ২৭টি ঘটনার জেলাভিত্তিক সংখ্যা:**

| জেলা | সংখ্যা |
|---|---|
| কুমিল্লা | ১৭ |
| চট্টগ্রাম | ০৪ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০২ |
| নোয়াখালী | ০৩ |
| কক্সবাজার | ০১ |
| চাঁদপুর | ০০ |
| ফেনী | ০০ |
| লক্ষ্মীপুর | ০০ |
| রাঙ্গামাটি | ০০ |
| খাগড়াছড়ি | ০০ |
| বান্দরবান | ০০ |

## ১. মালেক শাহ দরবার

(২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায়)

**সার্বিক চিত্র:**

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় মাইজভাণ্ডারী তরিকার বিখ্যাত পীর হযরত মালেক শাহ দরবেশের মাজারে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। হামলার পর থেকে মাজারে সকল ধরনের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড (সংগীতচর্চা, ওরস ইত্যাদি) বন্ধ রয়েছে।[1]

**হামলার মূল কারণ:**

স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও মাইজভাণ্ডারী তরিকার সংগীতভিত্তিক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ও ওরসকে "বিদআত ও শিরক" বলে অভিযোগ তুলে স্থানীয় কট্টরপন্থী গোষ্ঠী এ হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**

ঘটনার কোনো ভিডিও প্রকাশ্যে আসেনি। হামলার সময় বা পরে কোনো ভিডিও ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ছড়ায়নি।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

হামলাকারীদের পরিচয় অজ্ঞাত। কোনো নাম-পরিচয় বা গ্রুপের নাম প্রকাশিত হয়নি। তবে হামলার কয়েক মাস পরও তারা মাজার কমিটিকে মুঠোফোনে ও সরাসরি হুমকি দিয়েছে।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**

প্রকাশিত কোনো সংবাদে লাকসাম থানা বা প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। হামলার পর কোনো মামলা বা গ্রেফতারের খবরও প্রকাশিত হয়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**

মাজার পরিচালনা কমিটির সদস্য ও মালেক দরবেশের ভাতিজা শেখ সাদি বলেন, "আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। হামলাকারীরা এখনো হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা বলেছে, আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে।"[2]

**সর্বশেষ পরিস্থিতি (২৭ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):**

- মাজারে সকল ধরনের সংগীতচর্চা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।
- ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর বার্ষিক ওরস হয়নি।
- মাজার কমিটি ও মালেক দরবেশের পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে এবং হুমকির মুখে আছে।
- কোনো মামলা বা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- মাইজভাণ্ডারী অনুসারীরা ভয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

---

[1] পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ · মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

[2] ডেইলি স্টার বাংলা প্রতিবেদন (২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

**২. আশরাফনগর দরবার শরীফ/ চাঁদপুরী দরবার শরীফ[3]**

(২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বিকেলে কুমিল্লার লাকসাম গ্রাম)

আশরাফনগর দরবার শরীফের চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:**

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বিকেলে কুমিল্লার লাকসামে ১৩০ বছরেরও প্রাচীন সৈয়দ আশরাফ আলী চাঁদপুরী প্রতিষ্ঠিত আশরাফনগর দরবার শরীফে "তৌহিদী জনতা"র ব্যানারে একদল লোক হামলা চালায়। প্রথমে খাদেম ও ভক্তদের মারধর করে বের করে দেয়া হয়, তারপর ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট ও শেষে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এর আগে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওরসের মেলা বসানো নিয়ে হুমকি ও নাশকতার কারণে মেলা বন্ধ রাখা হয়েছিল।

**হামলার মূল কারণ:**

দীর্ঘদিন ধরে ওরসে মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সুফি তরিকার কার্যক্রমকে "শিরক-বিদআত" আখ্যা দিয়ে স্থানীয় কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর ক্ষোভ। ২০২৪-এর ওরসের আগে থেকেই হুমকি দেয়া হচ্ছিলো।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**

হামলার পরবর্তী ফুটেজে মাজারের অভ্যন্তরে ব্যাপক ভাঙচুরের চিহ্ন দেখা যায়। আসবাবপত্র, আলমারি, ফ্যান-লাইট ভাঙা; মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাগজপত্র ও ধ্বংসাবশেষ।[4] আগুনের কালো দাগ ও পোড়ার চিহ্ন রয়েছে।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

স্থানীয় "তৌহিদী জনতা"র ব্যানারে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও যুবকরা। সংবাদমাধ্যম ও মিডিয়ায় কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে আসেনি।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**

---

[3] নাশকতা ঠেকাতে চাঁদপুরীশাহ ওরছে মেলা ও দোকান না বসানোর আহ্বান https://www.jagolaksam.com/2024/02/bangladesh.html

[4] ঐতিহ্যবাহী চাঁদপুরীশাহ দরবার শরীফ (লাকসাম,কুমিল্লা) ভাংচুর ও অগ্নীসংযোগ। https://www.facebook.com/100076238341712/videos/2175257862891175/?app=fbl

প্রকাশিত সংবাদে লাকসাম থানা বা জেলা প্রশাসনের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। হামলার পর কোনো মামলা বা গ্রেফতারের খবরও নেই।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**

দরবার শরীফের কর্তৃপক্ষ ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ডেইলি স্টারকে জানান, "হামলার সময় প্রথমেই মাজারের খাদেম ও ভক্তদের পিটিয়ে বের করে দেয়া হয়। তারপর চলে ভাঙচুর ও লুটপাট এবং শেষে আগুন দেয়া হয়।"[5]

**সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):**

- মাজারের অভ্যন্তরীণ মেরামত করা হয়েছে
- ওরস-মিলাদসহ সকল বৃহৎ পরিসরের অনুষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।
- দরবার শরীফের কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত পরিসরে চলছে।
- কোনো মামলা বা গ্রেফতার হয়নি।
- চাঁদপুরী দরবার কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন এবং ভবিষ্যতে বড় জমায়েতের সাহস পাচ্ছেন না।

[5] ডেইলি স্টার বাংলা প্রতিবেদন (২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫)
https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

## ৩. শামসুল হক শাহ (সামছু পাগলা) মাজার[6]

(৬-৭ আগস্ট ২০২৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা, ভবনাথপুর ইউনিয়ন)

হামলার পূর্বে শামসুল হক শাহর মাজারের চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:**

২০২৪ সালের ৬ ও ৭ আগস্ট পরপর দুই দফায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের ভবনাথপুরে অবস্থিত শামসুল হক শাহ'র (স্থানীয়ভাবে শামছু পাগলা) মাজারে ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)-এর সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে[7] এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

**হামলার মূল কারণ:**

সরেজমিনে যাচাইকৃত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্র ও এমএসএফ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সংখ্যালঘু ধর্মীয় স্থাপনা ও আওয়ামী লীগ-সম্পৃক্ত বলে চিহ্নিত ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিশোধমূলক হামলার অংশ হিসেবে এই মাজারটিকে টার্গেট করা হয়েছে। মাজারের খাদেমদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে স্থানীয়দের অসন্তোষ ছিল বলে জানা যায়।

---

[6] মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

[7] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন, ৩০ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রকাশিত। https://www.facebook.com/share/p/1BP96wP4jd/

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**
ঘটনার কোনো ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অন্য কোনো উৎস থেকে পাওয়া যায়নি। এমএসএফ প্রতিবেদনেও উল্লেখ আছে যে, "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো ধরনের ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি"।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**
হামলাকারীদের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মাজারের খাদেম ও স্থানীয় ইউপি সদস্য আলাউদ্দিন বলেছেন, হামলাকারীরা মুখোশ পরা ছিল এবং স্থানীয় কাউকে চিনতে পারেননি। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**
ঘটনার পরপরই স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে জানা গেছে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**
স্থানীয় ইউপি সদস্য আলাউদ্দিন (যিনি নিজেও হামলায় আহত) ডেইলি স্টারকে (৮ অক্টোবর ২০২৪) বলেন: "হামলাকারীরা তার মাথায় আঘাত করে পাশের একটি ডোবায় ফেলে দেয়। হামলার দুই ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরলে হাসপাতালে নেয়ার পর তার মাথায় ৩৫টি সেলাই পড়ে।"

**সর্বশেষ পরিস্থিতি: (নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)**
মাজারটি আংশিক সংস্কার করা হয়েছে, তবে পুরোপুরি পুনর্নির্মাণ হয়নি। হামলার ঘটনায় কোনো মামলা বা তদন্তের অগ্রগতি জানা যায়নি। স্থানীয়ভাবে এখনো উত্তেজনা রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

## ৪. শাহাজাহান পাগলার মাজার[৪]

(২০২৪ সালের ১৬ আগস্ট, কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার পৈইয়াবাড়ি গ্রামে)

**সার্বিক চিত্র:** কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার পৈইয়াবাড়ি গ্রামে অবস্থিত শাহাজাহান পাগলার নামে পরিচিত একটি কবরস্থান-সদৃশ স্থাপনা (যা স্থানীয়দের মতে মাজার নয়) ২০২৪ সালের ১৬ আগস্ট বুলডোজার দিয়ে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ঘটেছে, যেখানে দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে মাজার ভাঙচুরের ঘটনা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় অভিযোগ অনুসারে, এটি কোনো ধর্মীয় স্থাপনা ছিল না বরং অবৈধ জমি দখল, সাপ্তাহিক গানবাজনা ও সুদখোরি-সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল। তবে, স্থানীয়দের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে শাহাজাহান পাগলাকে সুফি বুজুর্গ হিসেবে সম্মান করে আসছিলেন, যা ঘটনাকে বিতর্কিত করে তুলেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো ভিডিওগুলো ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে।

**হামলার মূল কারণ:**

স্থানীয়দের অভিযোগ অনুসারে, মাজারটি অবৈধভাবে অন্যের জমি দখল করে নির্মিত হয়েছিল এবং সেখানে সপ্তাহে মঙ্গলবার গানবাজনা করে অর্থ সংগ্রহ করা হতো, যা সুদখোরদের অর্থায়নে পরিচালিত হতো। এটি কোনো প্রকৃত কবর বা ধর্মীয় স্থাপনা ছিল না, বরং অনৈতিক কার্যকলাপের আড়াল। স্থানীয় আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, “এটা কোনো মাজার ছিলো না কেউ কখনো মাজার ভাঙা হয়েছে এমন কথা বলবেন না! এখানে মাজার নামকরণ করে এবং অন্যের জমি দখল করে একদল সপ্তাহে মঙ্গলবার গানবাজনা করে টাকা তুলতো! এখানে গ্রামের কিছু সুদখোরের টাকায় এটা পরিচালিত হতো! এবং অন্যের জায়গায় জোরপূর্বক দখল করে এইসব অনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতো।” এই অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় জনতা হামলা চালিয়েছে, যা দেশব্যাপী মাজার ভাঙার তরঙ্গের অংশ।

**ভিডিও বিশ্লেষণ[৯]:**

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো ভিডিওগুলোতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, বুলডোজার দিয়ে মাজারের কাঠামো সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কংক্রিটের টুকরো ছড়িয়ে পড়ছে এবং স্থানীয় জনতা এটিকে উল্লাসের সাথে দেখছেন। হামলাকারীদের মুখোশ ও নির্দেশনাকারী ভূমিকা স্পষ্ট।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

ভিডিওতে হামলাকারীদের স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তারা স্থানীয় জনতা এবং নির্দেশনাকারীর ভূমিকায় ছিলেন। কোনো নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ না থাকলেও, মাজার সংলগ্ন স্থানীয় ব্যক্তিরা এতে জড়িত বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তারা জমি দখলের শিকার এবং অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। হামলা স্থানীয় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ বলে মনে হয়।

---

[৪] bddigest প্রতিবেদন https://bddigest.com/news/28094/

[৯] ফেসবুক ভিডিও, https://www.facebook.com/share/v/1AKGXv5KsL/

**প্রশাসনিক অবস্থান:**
কুমিল্লা জেলা প্রশাসন এবং দেবীদ্বার থানা ঘটনার পর তদন্ত শুরু করেছে, কিন্তু কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় প্রশাসনের নীরবতা বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে যখন দেশজুড়ে মাজার ভাঙার ঘটনায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের অভাব দেখা যাচ্ছে। তবে, স্থানীয়রা জানান যে, ঘটনা জমি-সংক্রান্ত বিরোধের ফল, যা প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর ছিল।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**
স্থানীয় প্রশাসন এই নির্দিষ্ট ঘটনায় কোনো স্পষ্ট অবস্থান প্রকাশ করেনি।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:**
২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ঘটনাস্থলে কোনো পুনর্নির্মাণ বা নতুন উত্তেজনা দেখা যায়নি। স্থানীয়রা শান্ত অবস্থায় রয়েছেন, কিন্তু সুফি ভক্তরা এটিকে দীর্ঘমেয়াদী ধর্মীয় আঘাত হিসেবে দেখছেন। দেশব্যাপী অনুরূপ ঘটনায় হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও, এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোনো আইনি পদক্ষেপের খবর নেই। স্থানীয়রা জানান, জমি উদ্ধারের পর এলাকায় শান্তি ফিরেছে।

# কুমিল্লায় নাঙ্গলকোটে একসাথে ৮টি মাজার হামলা

**সার্বিক চিত্র:**

২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার ফজরের নামাজের পর কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ও মৌকরা ইউনিয়নে ছোট ফতেপুর, তেতৈয়া ও খাঁটাচৌ গ্রামে কয়েকশ লোক মাদক সেবনের অভিযোগে জড়ো হয়ে একসাথে ৮টি মাজারে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।[10] আক্রান্ত মাজারগুলো হলো: পীর গোলাম মহিউদ্দিন টিপুর আস্তানা, আব্দুর রহিম হিয়াজুড়ীর মাজার, সৈয়দ দয়াল আবুল কাশেম হিয়াজুড়ী মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ নিজাম উদ্দিন হিয়াজুড়ী, ফকির আব্দুল জলিল হিয়াজুড়ির মাজার, সৈয়দ আব্দুল গনি হিয়াজুড়ির মাজার, তেতিপাড়া গ্রামের রৌশন শাহ মাজার এবং মৌকরা ইউপির ফতেহপুর প্যাটেন শাহ মাজার।[11] হামলাকারীরা নাঙ্গলকোট বাজার থেকে পায়ে হেঁটে মিছিল করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে, যা এখনও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

**হামলার মূল কারণ:**

মাজার পরিচালনাকারীদের ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ যেমন নামাজ-রোজা নিয়ে অনীহা, অবজ্ঞা ও শিরকি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়া এবং জুমার নামাজও উপেক্ষা করা। এছাড়া মাদক সেবনের অভিযোগ, পূর্ব স্বৈরাচারী আওয়ামী শাসনকালে তাদের দাপুটে আচরণ এবং সম্পদ-ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে এলাকাবাসীর ক্ষোভ।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**

হামলা পরবর্তী বেশ কিছু ভিডিও পাওয়া গিয়েছে[12], কিন্তু তাতে হামলাকারীদের পরিচয় বা চেহারা দেখা যায়নি। তবে মাজার ও আস্তানাসমূহের বিভিন্ন আসবাবপত্র, দরজা, জানালা ভাংচুর করার দৃশ্য স্পষ্ট।[13] স্থানীয়রা মাকাম'র প্রতিনিধিকে জানান, হামলার সময় এলাকাবাসীকে ভিডিও করতে দেয়া হয়নি এবং ভিডিও করার সময় একজনের মোবাইল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, যার ফলে হামলার সরাসরি ফুটেজ পাওয়া যায়নি।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

আশুগঞ্জ বাজারের স্থানীয় হিফজখানার দায়িত্বরত একজন শিক্ষক মোহাম্মদ রবিউল হোসাইন মাকাম'র প্রতিনিধিকে জানান, "অধিকাংশ বহিরাগত চরমোনাই পন্থী, যারা নাঙ্গলকোট বাজার থেকে ৬-১০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে মিছিল করে হিয়াজোড়ায় পৌঁছে। তারা মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন, হ্যামার, লাঠি ও অন্যান্য আক্রমণাত্মক সরঞ্জাম নিয়ে আসে। স্থানীয় অঞ্চলে চরমোনাইয়ের মাদ্রাসা ও সভা-

---

[10] মাদক সেবনের অভিযোগে কুমিল্লায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ৮টি মাজার https://www.facebook.com/100003474099020/posts/pfbid0pPHg6WTL2jcWgdhc27g4Q774T1cvLvVYSndk4MjVKvUe9XQq3yKLgEze3j6oxJPSl/?app=fbl

[11] নাঙ্গলকোটে টিপু পীরের আস্তানাসহ ৮ মাজার ভাঙচুর https://www.jugantor.com/country-news/850299

[12] মাজার ভাঙচুর https://youtu.be/6F0IstZ6KQA?feature=shared

[13] ভন্ড মাজার ভাঙচুর, https://youtu.be/QqTZxWsTm0U?feature=shared

মাহফিলের উপস্থিতি রয়েছে, যা তাদের সরব করে তুলেছে। কিছু স্থানীয় ক্ষুব্ধ জনতাও যুক্ত, যারা পূর্ব ক্ষোভের প্রতিশোধ নিয়েছে।”

**প্রশাসনিক অবস্থান:**
নাঙ্গলকোট থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একে ফজলুল হক ঘটনার দিন জানান, মাজার ভাঙচুরের খবর শুনেছেন এবং লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।[14] তবে মাজার পরিচালকরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি এবং কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**
স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষক মোহাম্মদ রবিউল হোসাইন মাকাম’র প্রতিনিধিকে জানান, হামলাকারীরা মূলত বহিরাগত চরমোনাইপন্থী এবং হামলার পূর্বপরিকল্পনা ছিল। তিনি হামলায় শরিক হতে অস্বীকার করেন এবং মাজারগুলোতে শিরকি কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে ধরেন, যদিও কিছু মাজারে এমন কিছু ছিল না। এলাকাবাসীর একাংশ মাজারগুলোকে নিষিদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:**
মাজারগুলোর কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে। হামলাকারীরা মাসখানেক পর পুনরায় আসার চেষ্টা করেছিল কিন্তু স্থানীয়দের বিরোধিতায় তা ঘটেনি। মাজার পরিচালকরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অদ্যাবধি ফিরে আসেননি।

[14] সমকাল প্রতিবেদন https://samakal.com/whole-country/article/255155/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A7%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0

## ৫. পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর আস্তানা

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর ছবি (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:**

২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার ফজরের নামাজের পর কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নের হিয়াজোড়া গ্রামে পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর আস্তানায় কয়েকশ লোক মিছিল করে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট করে। এতে মাজারের গিলাফে আগুন ধরানো হয়, বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়। টিপুর বাবার মাজারসহ ৪টি মাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**হামলার মূল কারণ:**

টিপুর বিতর্কিত কর্মকাণ্ড, যেমন তার ছোট ভাইয়ের দাফনে ঢোল পিটানো (যার ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়)। সুফি বিষয়ক বিতর্কিত বক্তব্য এবং মাজারে রাতে মাদকের হাট বসানোর অভিযোগ। এলাকাবাসীর ক্ষোভ এবং আওয়ামী শাসনকালে তার দাপুটে আচরণের প্রতিশোধ।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**
হামলা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে হামলাকারীদের মুখ দেখা যায়নি, কারণ হামলার সময় ভিডিও করতে দেয়া হয়নি এবং ভিডিও করা অবস্থায় একজনের মোবাইল ভেঙে দেয়া হয়েছে। তবে ঘটনার পরবর্তী ছবি ও ভিডিওতে ক্ষয়ক্ষতি দৃশ্যমান।[15]

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**
গোত্রশাল গ্রামের মাওলানা জসিম উদ্দিন এবং নাগোদা গ্রামের মাওলানা সোলাইমানের নেতৃত্বে কয়েকশ লোক, যারা মূলত বহিরাগত চরমোনাইপন্থী। তারা মুখোশ পরে হামলা করে। অভিযোগের বিষয়ে মাওলানা জসিম উদ্দিন ও সোলাইমান বলেন, মাজার ভাঙচুরের বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে শুনেছি। আমরা মাজার ও বাড়িঘর ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত নয়। আমাদের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগটি মিথ্যা। টিপু ইসলামবিরোধী কর্মকান্ড করায় তার বিরুদ্ধে পূর্বে আমরা মামলা দিয়েছি। ওই মামলায় জেল খেটেছেন তিনি।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**
নাঙ্গলকোট থানা পুলিশের ওসি জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কিন্তু কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**
টিপু বলেন, মাজারটি মুক্তিযুদ্ধের আগ থেকে আছে এবং তারা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ। তিনি হামলাকারীদের শাস্তির দাবি করেন।[16] টিপুর মা রৌশন আরা বেগম এবং বোন জান্নাতুল ফেরদাউস জানান, সকালে গোত্রশাল গ্রামের মাওলানা জসিম উদ্দিন ও নাগোদা গ্রামের মাওলানা সোলাইমান হুজুরের নেতৃত্বে কয়েকশ লোকজন প্রথমে মাজার ভাঙচুর করে। পরে বাড়িঘরে এসে হামলা করে টাকা, স্বর্ণালংকার, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়।[17] মাওলানা রবিউল হোসাইন মাকামের প্রতিনিধিকে বলেন, টিপু ও তার পরিবার বিতাড়িত হয়েছে।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:**
টিপু ও তার  পরিবার হিয়াজোড়া থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিরে আসেননি। মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত কোনো নতুন হামলা বা পুনর্নির্মাণের খবর নেই।

---

[15] টিপুর মাজার ও আস্তানা https://www.facebook.com/share/v/16CPmJ9kDC/
[16] নাঙ্গলকোটে কথিত পীর টিপুর আস্তানাসহ ৮মাজার ভাংচুর। https://dailyinqilab.com/bangladesh/news/684953
[17] কালবেলা প্রতিবেদন https://www.kalbela.com/country-news/119630

## ৬. সুবেদার আব্দুর রহিম হিয়াজুড়ী মাজার

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

সুবেদার আব্দুর রহিম হিয়াজুড়ী মাজারে হামলার পরবর্তী চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নের হিয়াজোড়া গ্রামে সুবেদার আব্দুর রহিম হিয়াজুড়ী মাজারে হামলা করে ভাঙচুর করা হয়।[18] মাজারের পাকা এরিয়া ও রওজা ভেঙে আগুন ধরানো হয়। এটি কয়েক দশকের পুরনো মাজার এবং একই বংশধরের অন্যান্য মাজারের সঙ্গে যুক্ত।

**হামলার মূল কারণ:** স্থানীয় সুফি প্রভাবিত এলাকায় শিরকি কর্মকাণ্ডের অভিযোগ, যেমন বাৎসরিক ওরশ এবং গানের আসর। পূর্ব ক্ষোভ এবং মাদক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ।

[18] ০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে কিছু নামধারী মুসলিম উগ্রবাদী, হামলা ভাঙচুর লুটপাট করে https://www.facebook.com/share/p/16L8d2nmT9/

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** হামলা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে হামলাকারীদের দেখা যায়নি, কারণ হামলার সময় ভিডিও ধারণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** নাঙ্গলকোট বাজার থেকে আগত বহিরাগত চরমোনাইপন্থীদের বিশাল মিছিল, যারা মুখোশ পরে হামলা করে।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** এলাকাবাসী জানান, এটি বুজুর্গ ব্যক্তির মাজার এবং কোনো শিরকি কর্মকাণ্ড নেই, কিন্তু হামলা হয়েছে। অর্থাৎ, এলাকাবাসী মাজারের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং কার্যক্রম বন্ধ। ২০২৫ সাল পর্যন্ত কোনো পুনর্নির্মাণের খবর নেই।

## ৭. সৈয়দ আবুল কাশেম মাইজভাণ্ডারী হিয়াজুড়ী মাজার

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

সৈয়দ আবুল কাশেম মাইজভাণ্ডারী হিয়াজুড়ী মাজারে হামলার পরবর্তী চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নের হিয়াজোড়া গ্রামে সৈয়দ আবুল কাশেম মাইজভাণ্ডারী হিয়াজুড়ী মাজারে হামলা করে ভাঙচুর করা হয়। মাজারের দেয়াল, জানালা, গম্বুজ ও রওজা ভেঙে আগুন ধরানো হয়।[19] এটি পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর বাবার মাজার এবং মাইজভাণ্ডারী মতাদর্শের।

**হামলার মূল কারণ:** মাইজভাণ্ডারী তরিকায় দীক্ষিত হওয়া এবং 'শিরকি' কর্মকাণ্ড যেমন ওরশ ও গানের আসর।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** হামলা পরবর্তী ভিডিওতে হামলাকারীরা অদৃশ্যমান।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** নাঙ্গলকোট থেকে আগত মুখোশধারী চরমোনাইপন্থীরা।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** অভিযোগ না পাওয়ায় কোনো তদন্ত হয়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** সৈয়দ আবুল কাশেমের স্ত্রী রৌশন আরা বেগম জানান, হামলাকারীরা টিপুর সন্ধান করে স্বামীর মাজার ও পরে বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে। মাইজভাণ্ডারী ভক্তরা এটিকে ভক্তির স্থান বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের কোনো তৎপরতা নেই।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** মাজার পরিত্যক্ত এবং সকল কার্যক্রম বন্ধ।

---

[19] সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক থেকে https://www.facebook.com/100068986871675/posts/pfbid0cwWGVFZUdzWrL2S2CmQiPAchZQgNrJJnib9Lu56FhDzvmctv42zqMkpRVK3cgGVEl/?app=fbl

## ৮. সৈয়দ নিজাম উদ্দিন হিয়াজুড়ী মাজার

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

সৈয়দ নিজাম উদ্দিন হিয়াজুড়ী মাজারে হামলার পরবর্তী চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার হিয়াজোড়া গ্রামে সৈয়দ নিজাম উদ্দিন হিয়াজুড়ী মাজারে হামলা করা হয়। ইটের নির্মিত অংশ হ্যামার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হয়। এটি পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর পরিবার দেখাশোনা করতেন।[20]

**হামলার মূল কারণ:** 'শিরকি' কর্মকাণ্ডের অভিযোগ।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** ভিডিওতে হামলাকারীদের শনাক্ত করা যায়নি।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** বহিরাগত চরমোনাইপন্থীদের মিছিল।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** এলাকাবাসী হামলার নিন্দা করেন। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং সকল কার্যক্রম বন্ধ।

[20] নাঙ্গলকোটে টিপু পীরের আস্তানাসহ ৮ মাজার ভাঙচুর https://www.jugantor.com/country-news/850299

### ৯. ফকির আব্দুল জলিল হিয়াজুড়ি মাজার

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

**সার্বিক চিত্র:** ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার হিয়াজোড়া গ্রামে ফকির আব্দুল জলিল হিয়াজুড়ি মাজারে হামলা। ইটের অংশ হ্যামার ও পায়ে মুড়িয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।[21] এটিও পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর ভক্তরা দেখাশোনা করতেন।

**হামলার মূল কারণ:** 'শিরকি' কর্মকাণ্ড।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** ভিডিওতে হামলাকারীদের শনাক্ত করা যায়নি।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** চরমোনাইপন্থীদের মিছিল।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** কোনো তদন্ত নেই।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** এলাকাবাসী হামলার নিন্দা করেন। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং সকল কার্যক্রম বন্ধ।

[21] দৈনিক আমাদের সময় https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191e273383e5

## ১০. সৈয়দ আব্দুল গনি হিয়াজুড়ির মাজার

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

**সার্বিক চিত্র:**
২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার হিয়াজোড়া গ্রামে সৈয়দ আব্দুল গনি হিয়াজুড়ির মাজারে হামলা। টিনের বেড়া ও উঁচু অংশ গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এটি কয়েক দশকের পুরনো এবং সুফি বুজুর্গের মাজার।

**হামলার মূল কারণ:**
'শিরকি' কর্মকাণ্ডের অভিযোগ, যদিও মাজারে এমন কিছু নেই। বাৎসরিক ওরস আয়োজনের কারণে ক্ষোভ।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** হামলা পরবর্তী ভিডিও চিত্রে কোনো হামলাকারীদের দেখা যায়নি। তবে স্থানীয় একজন দোকানদারের ভিডিও-বার্তা থেকে জানা যায়, সৈয়দ আবদুল গণি শাহ বাস্তবিক পক্ষে একজন সুফি ও অত্যন্ত বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি একটি বিদ্যালয় ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'আবদুল গণি শাহ প্রাথমিক বিদ্যালয়'টি তার মাজার সংলগ্নেই অবস্থিত। এই মাজারে কোনো ধরনের শিরকি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় না।"[22]

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** চরমোনাই পন্থী জনসমাগম, মৌলভি জসিম উদ্দিনের নেতৃত্বে।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** কোনো ব্যবস্থা নেই।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**
হিফজখানার দায়িত্বরত শিক্ষক মোহাম্মদ রবিউল হোসাইন মাকাম'র প্রতিনিধিকে জানান, "পূর্বে পুর্ননির্মাণ ও সংস্কারের জন্য পুরাতন মাজারটি ভেঙে নতুন নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল এবং টিনের বেড়া দ্বারা ঘেরাও করা ছিল। এমতাবস্থায় নাঙ্গলকোট উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত চরমোনাইপন্থী ওই জনসমাগম দ্বারা উক্ত টিনের বেড়া, মাজারের উঁচু অংশসহ আশপাশটি সম্পুর্ণ গুড়িয়ে দেয়া হয়। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ২০ তারিখ আবদুল গণি শাহের বিশাল ওরস অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত দিনে দূরদুরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ এই ওরসে শরিক হয়।" স্থানীয় মেম্বার মামুন বলেন, কোনো শিরক না থাকলেও হামলা হয়েছে। শাহ আবদুল গণির আওলাদ আহাম্মদ রতন মাইজভাণ্ডারী, আনোয়ার হোসেন ও বেলায়েত হোসেন সহ অন্তত ১০ জন গ্রামবাসী অভিযোগ করে বলেন, উপজেলার পৌরসভা এলাকার গোত্রশাল গ্রামের মৌলভি জসিম উদ্দিনের নের্তৃত্বে এ হামলা হয়েছে। এসময় তারা জসিম উদ্দিন সহ ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি কামনা করেছেন।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

---

[22] মাজার ভাঙচুর https://youtu.be/6F0IstZ6KQA?feature=shared

## ১১. রৌশন শাহ মাজার

(২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার কুমিল্লার হেসাখাল ইউনিয়নের তেতিপাড়া গ্রামে)

হামলার পূর্বে রৌশন শাহ'র মাজারের চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার হেসাখাল ইউনিয়নের তেতিপাড়া গ্রামে রৌশন শাহ মাজারে হামলা। পাকা এরিয়া ও রওজা ভেঙে আগুন ধরানো হয়। এটি কয়েক দশকের পুরনো মাজার।[23]

**হামলার মূল কারণ:** বাৎসরিক ওরসের আয়োজন।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** হামলা পরবর্তী ভিডিওতে হামলাকারীদের শনাক্ত করা যায়নি।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** নাঙ্গলকোট থেকে আগত চরমোনাইপন্থীদের মিছিল।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** কোনো তদন্ত নেই।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** এলাকাবাসী বিস্তারিত তথ্য না দিলেও হামলার নিন্দা করেন।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

[23] দৈনিক ইনকিলাব https://dailyinqilab.com/bangladesh/news/684953

## ১২. প্যাটেন শাহের মাজার

(২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার কুমিল্লার মৌকরা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামে)

**সার্বিক চিত্র:** ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার মৌকরা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামে প্যাটেন শাহের মাজারে হামলা। পাকা এরিয়া ও রওজা ভেঙে আগুন ধরানো হয়।[24]

**হামলার মূল কারণ:** 'শিরক'র অভিযোগ।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** হামলা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে মাজারটির ভাংচুরের দৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু হামলাকারী কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। [25]

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** নাঙ্গলকোট থেকে আগত চরমোনাইপন্থীদের মিছিল।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** কোনো ব্যবস্থা নেই।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

---

[24] কুমিল্লায় ৫ মাজার ভাঙচুর অগ্নিসংযোগলাকসাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি https://preprod.bd-pratidin.com/country-village/2024/09/10/1027048

[25] কালবেলা নিউজ https://youtu.be/KTBkFYTyVX0?feature=shared

## ১৩. কেরানী সাহেবের মাজার

(১০ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

**সার্বিক চিত্র:** কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলায় ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার ৮টি মাজারে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনার পরদিন ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার হিয়াজোড়া গ্রামে কেরানী সাহেবের মাজারে একইভাবে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়।[26] এলাকাবাসীর মতে, এটি আগের দিনের হামলার সঙ্গে সংযুক্ত, যেখানে মাজারগুলোতে ভোররাতে লোকজন এসে কবর ভেঙে ফেলে, গিলাফে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং লুটপাট করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েও কাউকে হামলাকারীদের পায়নি এবং কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি।

**হামলার মূল কারণ:**
এলাকাবাসীর বর্ণনা অনুসারে, মাজারগুলোতে রাতে মাদক সেবন ও বিক্রির হাট বসে, যা যুব সমাজকে নষ্ট করছে। একাধিকবার বাধা দেয়া সত্ত্বেও এটি অব্যাহত ছিল, যার ফলে হামলা চালানো হয়।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**
সংবাদমাধ্যমের কিছু ভিডিওবার্তা ছাড়া হামলা চলাকালীন ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে স্থানীয়রা জানান, ৯ই সেপ্টেম্বরের হামলার মতো পরদিনও ভিডিও ধারণে বাধা প্রদান করা হয়।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**
এলাকাবাসীর ভাষ্যমতে, আগেরদিনের অন্যান্য মাজারের ন্যায় একই টিম কর্তৃক পরদিন এই কেরানী সাহেবের মাজারে ভাংচুর চালানো হয়। ভোররাতে অনেক লোক হামলা চালিয়েছে, তবে কে বা কারা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কোনো গ্রেপ্তার হয়নি।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**
নাঙ্গলকোট থানার ওসি একে ফজলুল হক ঘটনারদিন আমাদের সময়কে বলেন, “মাজারের হামলার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। কে বা কারা করছে সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে আমরা সব জায়গায় খোঁজখবর রাখছি। সেভাবে কমিটিও করা হয়েছে। বেআইনি কাজ প্রতিরোধে স্থানীয় জনতাকে সংযুক্ত করা হচ্ছে। পুলিশের টিম নিয়মিত টহল দিচ্ছে।”

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**
নাঙ্গলকোট থানার ওসি একে ফজলুল হক জানান, “৫টি মাজার ভাঙচুরের তথ্য এসেছে। তবে কেউ অভিযোগ দেননি। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।” অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কাউকে না পেলেও খোঁজখবর চালাচ্ছে। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:**
হামলার পর পুলিশ নিয়মিত টহল দিচ্ছে এবং স্থানীয় জনতাকে সংযুক্ত করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোনো গ্রেপ্তার বা নতুন অভিযোগ নেই, তবে তদন্ত চলমান। পরবর্তী সময়ে (সেপ্টেম্বর মাসে) নাঙ্গলকোটে আবারও টিপু শাহ মাজারের মাহফিলে বাধা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে, যা সার্বিক অস্থিরতা নির্দেশ করে।

---

[26] আমাদের সময় https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191e273383e5

### ১৪. চাড়ু মিজি শাহ মাজার

(১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ শুক্রবার, নোয়াখালীর মহিলা কলেজ রোডস্থ লক্ষ্মীনারায়ণপুর বাড়ি)

চাড়ু মিজি শাহ মাজারে হামলার পরবর্তী চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:**

২০২৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) সকাল ৯টায় নোয়াখালী পৌরসভার মহিলা কলেজ রোডস্থ লক্ষ্মীনারায়ণপুরে প্রায় আড়াইশ বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক চাড়ু মিজি শাহ মাজারে ১৮-২০ জনের একটি দল ভাঙচুর চালায়।[27] মাজারের কবরস্থান ও দেয়াল গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। এই মাজার ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরব থেকে আগত সুফি ফকির চাড়ু মিজি শাহ (রহ.)-এর কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এবং তৎকালীন ভুলুয়া স্টেটের জমিদার রাজা রায় বাহাদুর কর্তৃক দানকৃত জমিতে অবস্থিত। এখানে প্রতি বছর মাঘ মাসে সপ্তাহব্যাপী মেলা ও ওরস অনুষ্ঠিত হতো। স্থানীয়দের মতে, গত ২০০ বছরে এখানে শরিয়ত-বিরোধী কোনো কার্যক্রম হয়নি।

**হামলার মূল কারণ:**

মাজারকে “বিদআত” আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি করা হয়েছে। অভিযুক্ত বিজয় নিজেই তার বাবাকে বলেছে, “মাজার বিদআত, তাই এটা তারা ভাঙচুর করেছে” (মাজার কমিটির সভাপতি আবু নাছেরের বরাতে, সংবাদ সম্মেলন, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**

হামলার কোনো ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি। কেবল কিছু স্থিরচিত্রে পাঞ্জাবি পরিহিত কয়েকজন ও স্থানীয় কয়েকজনকে দেখা গেছে।

---

[27] নোয়াখালী মিডিয়া, নোয়াখালীতে দরগাহ বাড়ীর মাজার ভাঙচুর https://noakhalimedia.com/archives/5262

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**
প্রধান অভিযুক্ত: মো. বিজয় (মাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলামের ছেলে) – তার নেতৃত্বেই ১৮-২০ জনের দল হামলা চালায় (স্থানীয়দের অভিযোগ ও মাজার কমিটির সভাপতির বক্তব্য, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)।[28]
বিজয় পূর্বে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তবে বর্তমানে তিনি "দেশ স্বাধীন করেছি" বলে দাবি করেন এবং বিদআতের অজুহাতে মাজার ধ্বংস করেছেন। অন্যান্য হামলাকারীদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**
হামলার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং আইনি ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেয়। সুধারাম মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাবজেল আহমেদ বলেন, "মাজার ভাঙচুরের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে"।[29] তবে এরপর কোনো গ্রেপ্তার বা মামলার অগ্রগতি প্রকাশ্যে আসেনি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**
মাজার কমিটির সভাপতি ও নোয়াখালী পৌর বিএনপির সভাপতি আবু নাছের একইদিন সংবাদ সম্মেলন করে জানান, "বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও মাজারটি পুনরায় সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে"।[30] তবে এরপরও কোনো সংস্কার বা আইনি পদক্ষেপের খবর পাওয়া যায়নি।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** হামলার পর স্থানীয় জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে মাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলামের বাড়ি ঘেরাও করে এবং তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাজার পুনর্নির্মাণের আল্টিমেটাম দেয়। পরিস্থিতি সাময়িকভাবে শান্ত হলেও মাজার পুনর্নির্মাণ বা হামলাকারীদের শাস্তির কোনো অগ্রগতি নেই। ঐতিহাসিক দরগাহ মেলা ও ওরস অনুষ্ঠান বন্ধ রয়েছে এবং মাজারটি বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

---

[28] ভাঙচুরের কথা স্বীকার করে সেক্রেটারির ছেলে বললো 'মাজার বিদআত' https://www.dhakatimes24.com/2024/09/13/365908
[29] নোয়াখালীতে মাজার ভাঙচুর https://www.itvbd.com/country/chittagong/170031/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0
[30] সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক থেকে, https://www.facebook.com/100030283605810/posts/pfbid02hcfy622cWfC46yitnC5yTyLEtsCpWBA3RXkjC3KoT6dhmfznLQtyFVKrnWdpbzhnl/?app=fbl

### ১৫. শাহান শাহ রাহাত আলি শাহ মাজার[31]

(২০২৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর (শনিবার), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ছয়ফুল্লাকান্দি গ্রামে)

**হামলা পূর্বে** রাহাত আলী শাহ মাজারের চিত্র। (সংগৃহীত)

রাহাত আলী শাহ মাজারে হামলাকালীন চিত্র। কয়েকজনকে বাঁশ হাতে দেখা যাচ্ছে। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** ২০২৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর (শনিবার) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ছয়ফুল্লাকান্দি গ্রামে অবস্থিত ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত অলি হযরত শাহ রাহাত আলী শাহ (রহ.)-এর মাজার সংলগ্ন আস্তানায় একদল উত্তেজিত লোক হামলা চালায়। তারা আস্তানার অস্থায়ী স্থাপনা ভাঙচুর করে, ফকির ও ভক্তবৃন্দদেরকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে দেয় এবং মাজারের ইমামকে বিতাড়িত করে। ঘটনার পর মাজার সংশ্লিষ্ট ও ভক্তদের মধ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

**হামলার মূল কারণ:** হামলাকারীরা দাবি করে যে, মাজার সংলগ্ন আস্তানায় "অসামাজিক কার্যকলাপ ও মাদক সেবন" চলে এবং মাজারের ইমাম আব্দুল্লাহ আল কাদরী কোরআন-হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। তারা "কুরআন-সুন্নাহর আলোকে" এসব বন্ধের দাবিতে হামলা চালিয়েছে বলে জানায়। তবে মাজার কর্তৃপক্ষ এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেন।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দুটি প্রধান ভিডিওতে দেখা যায়:

---

[31] ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাজারে গোলযোগ, আস্তানায় হামলা ভাঙচুর https://www.somoynews.tv/news/2024-09-14/zGBt3TvX

১. টুপি-জুব্বা পরিহিত একদল তৌহিদী জনতা যুবক “কুরআন সুন্নাহর আলো – ঘরে ঘরে জ্বালো”, “অসামাজিক কার্যকলাপ চলবে না চলবে না” ধ্বনি দিতে দিতে আস্তানার টিনের ঘর ভাঙচুর করছে এবং ফকিরদেরকে জোর করে টেনে বের করছে।[32]
২. হামলা পরবর্তীতে মাজারের মুরিদান ও ভক্তরা সমাবেত হয়ে মিছিল-সভা করে হামলাকারীদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন।[33]

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**
স্থানীয় কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও তৌহিদী জনতা (জামায়াতে ইসলামী ও চরমোনাই অনুসারী বলে ধারণা করা হয়েছে)। তারা নিজেরাই ভিডিওতে “তৌহিদী জনতা” বলে পরিচয় দিয়েছে। কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে আসেনি; তবে মাজার কমিটি তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** বাঞ্ছারামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জনাব আবুল মনসুর বলেন, “ঘটনাটি আমি শুনেছি। বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সমাধান হচ্ছে। এলাকাবাসী মাজারকে রক্ষায় ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। (...) সরকার মাজারে হামলার বিষয়ে বেশ কঠোর অবস্থানে। যারা অযাচিতভাবে হামলা চালাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।” (সূত্র: স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও ইউএনও’র সরাসরি বক্তব্য, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** ভুক্তভোগী মাজার সংশ্লিষ্ট একজন বলেন, “‘মাজারে হঠাৎ এমন হামলা কোনোভাবেই কাম্য নয়। কোনো কিছু বুঝার আগেই ভাড়া করা একদল লোক আমাদের আস্তানায় হামলা করে। তাদের সাথে কথা বলতে চাইলে সেই সুযোগও দেয়নি আমাদের। আমাদের কি দেশে কোনো নিরাপত্তা নেই? কাল থেকে বোধ হয় বের হতে পারবো না রাস্তায়। ভিন্ন মতের হলেই আক্রমণের শিকার কেন হতে হবে আমাদের? এর প্রতিকার চাই, এ দেশ সবার।” হামলার পর মাজার কমিটি ও মুরিদানরা সমাবেত হয়ে হুঁশিয়ারি দেন যে, পুনরাবৃত্তি হলে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):**
ঘটনার পর থেকে মাজার এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। মাজার সংশ্লিষ্টরা নিজেরাই পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো মামলা বা গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। মাজার কমিটি স্থায়ী পুলিশ পাহারা ও আইনি ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। এলাকায় যে-কোনো সময় বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা রয়েছে।

---

[32] হামলা চলাকালীন ভিডিও
https://www.facebook.com/JahirAhmedHero/videos/966173998580569/?app=fbl
[33] শাহেন শা শাহ রাহাত আলী (রাহঃ) মাজার ভাঙ্গায় প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত (পার্ট – ১)
https://www.facebook.com/100012994906564/videos/3984329898453504/

**১৬. বোবা শাহের মাজার**

রাতে (২৮ নভেম্বর, ২০২৪), কুমিল্লার দেবিদ্বারের বরুড় গ্রামে অবস্থিত

বোবা শাহ মাজারের প্রবেশদ্বার (ছবি: মাকাম)

মাজারে হামলায় গুরুতর আহত একজন (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার বরুর গ্রামে অবস্থিত বোবা শাহের মাজার (বারুর দরবার শরীফ হিসেবেও খ্যাত) প্রাঙ্গণের আস্তানায় ২৮ নভেম্বর ২০২৪ রাতে (বৃহস্পতিবার) জিকির-সামা মাহফিল চলাকালীন হামলার ঘটনা ঘটে। হামলাকারীরা মাজারের আস্তানায় ভাঙচুর চালায় এবং একজন ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়।[34]

[34] মাজার এবং সুফি-সাধু-ফকিরদের ভাবধারার বিরুদ্ধে উগ্রবাদী ধর্মান্ধদের সম্মিলিত আক্রমণ শুরু হয়েছে ৫ অগাস্ট ২০২৪ থেকে// https://www.facebook.com/100006002226268/posts/pfbid0qnSFJgFz3RNuoAPawB3Bf1LmXuZxGn6FYnFp1RHnDdZRZJHCQs5dnYuMiZzbmkozl/?app=fbl

**হামলার মূল কারণ:** সুফি-পীর-ফকির-দরবেশের ভাবধারা, মাজারে জিকির-সামা-মিলাদ অনুষ্ঠানকে শিরক-বিদআত মনে করা। হামলাকারীরা ওহাবি-সালাফি-আহলে হাদিস মতাদর্শ অনুসরণ করে এসবকে ইসলামবিরোধী বলে দাবি করে।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামলার সরাসরি ভিডিও পাওয়া যায়নি। তবে আহত ব্যক্তির ছবি এবং ভাঙচুরের কিছু প্রমাণ (ছবি/পোস্ট) বিদ্যমান রয়েছে, যা ঘটনার সত্যতা নির্দেশ করে।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** 'তৌহিদি জনতা' নামধারী উগ্রবাদী গোষ্ঠী, যারা ওহাবি-সালাফি-আহলে হাদিস মতানুসারী বলে অভিযোগ। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম শনাক্ত করা যায়নি।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক বিবৃতি বা তদন্তের খবর নেই। সাধারণভাবে মাজার হামলার প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হামলার নিন্দা জানিয়েছে এবং কঠোর ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়েছে, তবে এ নির্দিষ্ট ঘটনায় কোনো গ্রেপ্তার বা মামলার তথ্য পাওয়া যায়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি। তবে ঘটনাকে উগ্রবাদীদের সম্মিলিত আক্রমণ হিসেবে বর্ণনা করে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে এবং এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে সুফি-সমর্থক গোষ্ঠী।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** হামলার পর মাজারে ভাঙচুরের ক্ষতি হয়েছে এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছে। পরবর্তী কোনো বড় ঘটনা বা মেরামত/তদন্তের আপডেট নেই। মাজারের কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে।

### ১৭. হযরত রহম আলী শাহ (র.) এর মাজার

৯ জানুয়ারী, ২০২৫ আনুমানিক দুপুর ২ টার সময়, পশ্চিম ফরহাদাবাদ জব্বারহাট বাজারস্ত, হাটহাজারী থানা, চট্টগ্রাম

হামলার পূর্বে রহম আলী শাহ মাজারের বাহ্যিক চিত্র। (সংগৃহীত)

হামলার পর রহম আলী শাহ মাজারের অভ্যন্তরীণ চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার পশ্চিম ফরহাদাবাদ জব্বারহাট বাজারস্থ এলাকায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর ফয়েজপ্রাপ্ত খলিফা হযরত রহম আলী শাহ'র নবনির্মিত মাজার শরীফে ৯ জানুয়ারি ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়।[35] হামলাকারীরা মাজারে প্রবেশ করে গিলাফ এবং নির্মাণাধীন কাজের মূল্যবান জিনিসপত্রে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে।

[35] ফরহাদাবাদে রহম আলী শাহ'র মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ https://dainikpriyosomoy.com/news-view/7175/%C2%A0%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E2%80%99%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97

**হামলার মূল কারণ:** অজ্ঞাত। কোনো নির্দিষ্ট কারণ বা উদ্দেশ্য শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সুফি-মাজার-দরবারের প্রতি উগ্রবাদী মনোভাবের প্রেক্ষিতে এটি ধর্মীয় ভাবধারার বিরোধিতার অংশ হতে পারে বলে অনুমান করা যায়।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামলার কোনো সরাসরি ভিডিও পাওয়া যায়নি। তবে হামলা-পরবর্তী কিছু স্থির ছবি বিদ্যমান, যাতে অগ্নিসংযোগের প্রমাণ দেখা যায়।[36]

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** অজ্ঞাত। একদল 'দুর্বৃত্ত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম বা পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কাওছার হোসাইন জানিয়েছেন, এখনও কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। কোনো তদন্ত বা গ্রেপ্তারের খবর নেই।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** মাজার কর্তৃপক্ষ বা মাইজভাণ্ডারী অনুসারীদের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তারা বলেছেন, 'জুলুমের দিনের অবসান অতিশীঘ্রই হবে ইনশাআল্লাহ'।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে গিলাফ ও নির্মাণ সামগ্রীতে। পরবর্তী কোনো বড় ঘটনা, মেরামত বা তদন্তের আপডেট নেই। মাজারের কার্যক্রমে উদ্বেগ অব্যাহত, তবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে।

[36] ফরহাদাবাদে হজরত রহম আলী শাহ'র মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগঃ https://www.facebook.com/100009701717308/posts/pfbid02U3AePcHZ2gnzDg212js5RSiMYTztcZS8ZyziZrK8ZUznCNcpnyxHjtZ6KVzic3wal/?app=fbl

## ১৮. ঘাসিপুর দরবার শরিফ, মধু দরবেশের মাজার

(২০২৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী , নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার ৮নং নোয়াখোলা ইউনিয়নের শ্রীনগর ঘাসিপুর গ্রাম)

হামলাকা চলাকালীন দৃশ্য (সংগৃহীত)

হামলার পরবর্তী মাজারের অভ্যন্তরীণ চিত্র (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার ৮নং নোয়াখোলা ইউনিয়নের শ্রীনগর ঘাসিপুরে প্রায় ৮০ বছরের পুরোনো "ঘাসিপুর দরবার শরীফ" বা মধু দরবেশের মাজারে ২০২৪ সালের ২০২৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় জনতা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে।[37] ঢাক-ঢোল, নাচ-গানসহ বার্ষিক ওরসের নামে চলা কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে গঠিত "মাজার উচ্ছেদ কমিটি"র ডাকে উত্তেজিত জনতা মাজারে হামলা করে।[38] পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই হামলায় নারী সহ কমপক্ষে ১০ জন মানুষ আহত হয়েছে।[39]

**হামলার মূল কারণ:**

---

[37] চাটখিলে ঘাসিপুর দরবার শরীফ ভাংচুর
https://enggit.net/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0/

[38] The News 24 ।। দ্য নিউজ ২৪ নোয়াখালীতে ঘাসিপুর দরবার শরীফ উচ্ছেদের আল্টিমেটাম
https://thenews24.com/country/news/34180

[39] নোয়াখালীতে ওরসের অনুষ্ঠানে হামলা, মাজার ভাঙচুর
https://www.facebook.com/61570942695507/posts/pfbid02EZ7Le6et4CaWs8piK6GsQWEDaDdP2QMbSqUUZmgYmvkU2qkfCSqcDTpSSCdpjg42l/?app=fbl

স্থানীয়দের দাবি: মাজারে ইসলাম-বিরোধী বিদআত, মাদক সেবন, জুয়ার আসর, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীল নাচ-গানের মাধ্যমে যুবসমাজ ধ্বংস হচ্ছে। "মাজার উচ্ছেদ কমিটি"র সভাপতি ও স্থানীয় বিএনপি নেতা মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, "এই মাজারে সম্পূর্ণ অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এখানে ইবাদত বলতে তেমন কিছুই নেই, যা আছে সবই বিদআত।"[40]

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**
সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, শত শত স্থানীয় যুবক ও তৌহিদী জনতা "লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিতে দিতে মাজারের টিনের ঘর, সাইনবোর্ড ও অস্থায়ী স্থাপনা ভাঙচুর করছে। কিছু হামলাকারীর মুখ স্পষ্ট দেখা গেলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

- "মাজার উচ্ছেদ কমিটি"র নেতৃত্বে স্থানীয় মুখোশধারী তৌহিদী জনতা।
- মামলায় নামীয় আসামি: ৭ জন (মূলত স্থানীয় বিএনপি ও 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃবৃন্দ)।
- অজ্ঞাত আসামি: আরও প্রায় ৩৫ জন।
- মামলার বাদী: দরবারের খাদেম মো. বাহার।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**
চাটখিল থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুস সুবহান বলেন, "মাজারের কার্যক্রমের বিষয়ে এলাকার স্থানীয় মানুষের আপত্তি রয়েছে। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় আমাদের পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে।"[41] ঘটনার দিন সেনাবাহিনীর একটি টিমও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**
মো. জামাল উদ্দিন (মাজারের তত্ত্বাবধায়ক) বলেন, "স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতার ইন্ধনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগে থেকে ঘোষণা দিয়ে একদল লোক মাজারে হামলা-ভাঙচুর করেছেন। তারপরেও পুলিশ ও সেনাবাহিনী আঙ্গুল চুষা বাদে কিছুই করেন নাই।"

**সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):**

- মাজারের কার্যক্রম প্রায় বন্ধ। ওরস চলমান থাকলেও, ওরসকে কেন্দ্র করে মেলার বসানো অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত।
- "মাজার উচ্ছেদ কমিটি" এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম দিয়েছিল; তা পেরিয়ে গেলেও পুনরায় বড় ধরনের হামলা হয়নি।
- মামলাটি তদন্তাধীন; কোনো আসামি গ্রেফতার হয়নি।
- এলাকায় পুলিশ টহল অব্যাহত থাকলেও মাজার সংশ্লিষ্টরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং পুনরায় হামলার আশঙ্কা করছেন।
- স্থানীয় প্রশাসন উভয়পক্ষকে বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছে; কিন্তু এখনও কোনো সমাধান হয়নি।

---

[40] চাটখিলে ঘাসিপুর দরবার শরীফ ভাংচুর https://www.anantabangla.com/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0/4035/

[41] নোয়াখালীতে ওরসের অনুষ্ঠানে হামলা, মাজার ভাঙচুর https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/m266o6x0us

### ১৯. সৈয়দ মুহাম্মদ শায়ের মুহাম্মদ শাহ কাদেরী চিশতীর মাজার

(২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে, কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায়)

**হামলার পূর্বে** মুহাম্মদ শায়ের মুহাম্মদ শাহ কাদেরী চিশতীর মাজার (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায় দক্ষিণ মেহেরপাড়া, মোরারনামায় অবস্থিত সৈয়দ মুহাম্মদ শায়ের মুহাম্মদ শাহ কাদেরী চিশতীর মাজারে ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে হামলা ও ভাংচুর করা হয়। "তৌহিদী জনতা" নামক ব্যানারে স্থানীয় একটি গ্রুপ এই হামলা চালায়। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত কিছু স্থিরচিত্র, বিভিন্ন তালিকা এবং bddigest-এ প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা গেছে।[42] তবে হামলার বিস্তারিত তথ্য, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

**হামলার মূল কারণ:** হামলার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট তথ্য প্রদত্ত উৎসে পাওয়া যায়নি। তবে "তৌহিদী জনতা" ব্যানার ব্যবহার থেকে অনুমেয় যে, মাজারকে 'শিরক ও বিদআত'র প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে এই হামলা পরিচালিত হয়েছে।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** ঘটনার কোনো ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি। কেবল স্থিরচিত্র ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হামলার সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই ভিডিও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** হামলাকারীরা স্থানীয় "তৌহিদী জনতা" নামক ব্যানারে পরিচালিত একটি গ্রুপ। কোনো ব্যক্তির নাম বা নেতৃত্বের পরিচয় নেই।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** ঘটনাস্থল কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার অধীন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া বা তদন্তের খবর পাওয়া যায়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** স্থানীয় প্রশাসন বা পুলিশের পক্ষ থেকে এই হামলা নিয়ে কোনো অফিসিয়াল বিবৃতি বা মামলা দায়েরের তথ্য নেই। কর্তৃপক্ষের অবস্থান সম্পূর্ণ নীরব।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** হামলার পর মাজারের বর্তমান অবস্থা বা ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত পরিমাণ সম্পর্কে কোনো হালনাগাদ তথ্য নেই। ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কোনো প্রতিবাদ বা পুনর্নির্মাণের খবরও পাওয়া যায়নি।

---

[42] bddigest প্রতিবেদন: ১১জুলাই, ২০২৫ https://bddigest.com/news/28094/

## ২০. শাহসূফী আইয়ুব আলী দরবেশের মাজার[43]

(২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, নোয়াখালী সদর উপজেলার কালাদরাপ ইউনিয়নের মুন্সির তালুক গ্রামে)

হামলার পূর্বে শাহসূফী আইয়ুব আলী দরবেশের মাজারের অভ্যন্তরীণ চিত্র। (সংগৃহীত)

হামলার পর ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় শাহসূফী আইয়ুব আলী দরবেশের মাজারের চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে নোয়াখালী সদর উপজেলার কালাদরাপ ইউনিয়নের মুন্সির তালুক গ্রামে অবস্থিত শাহসূফী আইয়ুব আলী দরবেশের মাজারে ‘তৌহিদী জনতা’র ব্যানারে ১৫০০-২০০০ সদস্যের একটি দল হামলা চালায়। তারা পুরো মাজার গুঁড়িয়ে দেয়,

[43] ওরশের প্রস্তুতিকালে মাজারে হামলা-ভাঙচুর, আহত ১০ https://www.channel24bd.tv/countries/article/254008/%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A7%A7%E0%A7%A6

ওরসের প্যান্ডেল ভেঙে ফেলে এবং একটি টিনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে নারীসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়।[44] সেনাবাহিনী ও পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা হামলা ঠেকাতে পারেনি।

**হামলার মূল কারণ:**

- প্রতি বছরের ওরসে ঢাক-ঢোল, বাদ্যযন্ত্র ও রাতভর শব্দদূষণ।
- স্থানীয় মসজিদের পাশে অবস্থানের কারণে মুসুল্লিদের অসন্তোষ।
- হামলাকারীদের ধারণা: মাজারটি "শিরকের আস্তানা" ও "ভণ্ড পীরের আস্তানা"।
-

কালাদরাপ ইউপি চেয়ারম্যান শাহাদাৎ উল্যাহ সেলি বলেন, "মাজার মানেই ঢোল বাদ্য বাজানো। স্থানীয় মুন্সীর তালুক গ্রামের জামে মসজিদের পাশেই মাজারের অবস্থান। প্রতিবছর মাজারের ওরশের ঢোল বাদ্য বাজনার কারণে রাতে গ্রামবাসী ঘুমাতে পারেন না। ইউনিয়নের লোকজন ও বিভিন্ন মসজিদের ইমাম-মুসুল্লিরা আমার কাছে এসে ওরস বন্ধ করার অনুরোধ জানান। আমি ওরসের আয়োজকদের চলতি বছর ওরস না করার জন্য অনুরোধ করলেও তারা শোনেননি। বৃহস্পতিবার দুপুরে তারা ওরস শুরু করলে এক-দেড় হাজার লোক বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে মাজারের ওরসে হামলা করে ভাঙচুর করেন।"[45]

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যায়:

- পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত 'তৌহিদী জনতা' হাতুড়ি, লোহার রড, লাঠি নিয়ে মাজারের উঁচু গম্বুজ ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে।[46]
- স্লোগান: "ভন্ড পীরের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও, গুঁড়িয়ে দাও", "লিল্লাহি তাকবীর – আল্লাহু আকবার"[47]
- একজন হামলাকারী শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে বলছে: "আলহামদুলিল্লাহ ... আমাদের দীর্ঘদিনের তামান্না আজকে পূরণ হচ্ছে ... সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। আজকে আমরা সফল।"[48]
- পটভূমিতে সেনাবাহিনীর টহল দেখা গেলেও তারা ঘটনা নিয়ন্ত্রনে নেয়ার চেষ্টা করেনি।[49]

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

'তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে স্থানীয় কওমী মাদ্রাসার ছাত্র, মসজিদের মুসুল্লি ও যুবকরা। কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে আসেনি। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

---

[44] নোয়াখালীতে মাজারে হামলা-ভাঙচুর, আহত ১০ 21st February, 2025 https://jamuna.tv/news/595274
[45] নোয়াখালীতে মাজারে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ, 'আহত ১০' বিডিনিউজ https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/4693f48afa20
[46] ইনকিলাব জিন্দাবাদ। তৌহিদি জনতা জিন্দাবাদ। https://www.facebook.com/syed.tarik.2024/videos/1426722141639917/?app=fbl
[47] হামলার ফুটেজ https://www.facebook.com/61558720033373/videos/1003123571679537/?app=fbl
[48] আলহামদুলিল্লাহ, শিরিকের কারখানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। https://www.facebook.com/share/v/1Af9mpsgwP/
[49] নোয়াখালীতে তৌহিদী জনতার ব্যানারে হামলা চালানো হয়। https://youtu.be/LgyVDqDsmC8?feature=shared

**প্রশাসনিক অবস্থান:**

সুধারাম মডেল থানার ওসি মো. কামরুল ইসলাম বলেন, “স্থানীয়রা মাজার ভাঙচুর করেছে। ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ উপস্থিত থাকলেও ১৫০০-২০০০ লোকের সঙ্গে কিছু করা সম্ভব ছিল না ... লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।” উপজেলা এসিল্যান্ড শাহ নেয়াজ তানভীর বলেন, “আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পৌঁছার আগেই হামলা শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।”[50]

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**

মাজার কমিটির কোনো সদস্যের সরাসরি বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাজার কমিটি ওরসের অনুমতি নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং হামলার পর তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এখন পর্যন্ত মাজার কমিটির পক্ষ থেকে কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।[51]

**সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিডেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):**

- মাজার সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে; কোনো স্থাপনা অবশিষ্ট নেই।
- ৫৭তম ওরস মাহফিল অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল।
- এখন পর্যন্ত কোনো মামলা বা গ্রেফতার হয়নি।
- এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে; মাজার সংশ্লিষ্টরা মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন।
- প্রশাসন শান্তি কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছে।

---

[50] নোয়াখালীতে মাজারে ভাঙচুর–অগ্নিসংযোগ, আহত ১০ সমকাল https://samakal.com/whole-country/article/281840/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A7%A7%E0%A7%A6

[51] নোয়াখালীতে ওরসের অনুষ্ঠানে হামলা, মাজার ভাঙচুর https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/m266o6x0us?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR6ploMQzjIDu6lY7ulF80quS8UhwZyP0W0Rp3aH9SWIavvzg-RjQUuT_W6xuw_aem_b4TlDpMmOpFvqXIJ4_mRMw

## ২১. হযরত খাজা কালু শাহ মাজার, মসজিদ ও এতিমখানা[52]

(২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার উত্তর সলিমপুরে)

হযরত খাজা কালু শাহ মাজারের প্রবেশদ্বার। (সংগৃহীত)

সংবাদ সম্মেলনে মাজার কর্তৃপক্ষ ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ করেছেন। (ছবি : নয়া দিগন্ত)

**সার্বিক চিত্র:**

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার উত্তর সলিমপুরে অবস্থিত হযরত খাজা কালু শাহ মাজার, মসজিদ ও এতিমখানা কমপ্লেক্স নিয়ে দীর্ঘদিনের মালিকানা ও পরিচালনা নিয়ে বিরোধ চলছে। দুটি পৃথক ওয়াকফ এস্টেট (ইসি নং ১৭৭৪৩ ও ১৫৮৩৯) দাবিদার দুই পক্ষের মধ্যে আদালতে একাধিক মামলা বিচারাধীন। ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল দুপুরে খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গং দেশীয় অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী নিয়ে কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে দানবাক্স ভাঙচুর, লুটপাট ও কর্মকর্তাদের হুমকি দেয় বলে বর্তমান কমিটি (ইসি ১৭৭৪৩) অভিযোগ করে।[53] পরবর্তী এক সপ্তাহ ধরে দানের টাকা, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি ও এতিমখানার রান্না করা খাবারও লুট করা হয়েছে বলে তারা দাবি করে। এর প্রতিবাদে ২০ এপ্রিল ২০২৫ সালে মাজার প্রাঙ্গনে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। অন্যদিকে খন্দকার পরিবার দাবি করে, তাদের ওয়াকফ এস্টেট (ইসি ১৫৮৩৯) বৈধ এবং বর্তমান কমিটি (ইসি ১৭৭৪৩) আওয়ামী লীগ আমলে গঠিত ভুয়া কমিটি।

**হামলার মূল কারণ:**

মাজার কমপ্লেক্সের মালিকানা ও মোতাওয়াল্লি পদ নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ। দুই পক্ষের মধ্যে একাধিক দেওয়ানি মামলা চলমান থাকলেও হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন বিষয়ে স্থগিতাদেশের সুযোগ নিয়ে খন্দকার পরিবার জোর করে দখলের চেষ্টা করেছে বলে বর্তমান কমিটি অভিযোগ করে। অন্যদিকে

---

[52] সীতাকুণ্ড কালুশাহ কমপ্লেক্সে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ নয়াদিগন্ত https://www.dailynayadiganta.com/bangladesh/country-news/cMsLaEhdVLaN

[53] সীতাকুণ্ডে মাজার কমপ্লেক্স ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ সমকাল https://samakal.com/whole-country/article/291346

খন্দকার পরিবারের দাবি, “ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগ আমলে গঠিত ভুয়া ই.সি ১৭৭৪৩” কমিটি ৪০ বছর ধরে তাদের বংশের সম্পত্তি দখল করে রেখেছে এবং কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছে।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**
বর্তমান কমিটির দাবি অনুযায়ী ভাঙচুর ও লুটপাটের সিসিটিভি ফুটেজ তাদের কাছে সংরক্ষিত আছে, তবে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি।[54] খন্দকার পরিবারের মানববন্ধনের ভিডিও বার্তা থেকে তাদের বক্তব্য পাওয়া গেছে।[55]

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**
বর্তমান কমিটির (ইসি ১৭৭৪৩) অভিযোগ অনুযায়ী:

- খন্দকার শওকত আলী
- খন্দকার মোহাম্মদ আলী
- মোহাম্মদ মিনহাজ গং
- তারা দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাং ও সন্ত্রাসী নিয়ে ৭ এপ্রিল ২০২৫ থেকে এক সপ্তাহব্যাপী দখল, ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**
সীতাকুণ্ড উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: ফখরুল ইসলাম (কমপ্লেক্সের সভাপতি): “হযরত কালুশাহ মাজার ওয়াকফ এস্টেট নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমান কমিটি মাজার কমপ্লেক্স পরিচালনা করছেন।”[56] সীতাকুণ্ড মডেল থানার ওসি মজিবুর রহমান বলেন: “এ সংক্রান্ত একটি সাধারণ ডায়েরি হয়েছে (জিডি নং ৩৬৮, তারিখ ০৮/০৪/২০২৫)। বিষয়টি তারা তদন্ত করে দেখছেন।”

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**

- উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ: বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন হওয়ায় তারা শুধু জিডি গ্রহণ করেছে এবং তদন্ত করছে। কোনো গ্রেপ্তার বা মামলা হয়নি।
- পরবর্তীতে বিএনপি নেতা মোহাম্মদ লায়ন আসলাম চৌধুরীর হস্তক্ষেপে খন্দকার গং কমপ্লেক্স ছেড়ে চলে যায় এবং পূর্বের কমিটি (ইসি ১৭৭৪৩) পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করে।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:**
বর্তমানে (নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) হযরত খাজা কালু শাহ মাজার কমপ্লেক্স ইসি নং ১৭৭৪৩ কমিটির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। খন্দকার পরিবার আদালতের চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে এবং তারা দাবি করছে যে, নতুন প্রশাসনের আমলে তাদের সুবিচার মিলবে। কোনো নতুন সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। মামলাগুলো হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন।

---

[54] মাজার রক্ষার দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন https://www.facebook.com/share/v/1FcbMnAUSt/
[55] হযরত কালু শাহ রহঃ এর মাজার মসজিদ, মাদ্রাসা ও ওয়াকফ এসেস্ট , ভুয়া ও অবৈধ তৎকালীন স্বৈরাচারপন্থী মাজার https://youtu.be/JebFNgSE1b0?feature=shared
[56] সলিমপুরস্থ খাজা কালু শাহ মাজার শরীফে হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন/ C plus tv https://youtu.be/RSTrWJolaug?feature=shared

**অভিযোগপত্র[57]:**

বিবেচনার সুবিধার্থে বর্তমান কমিটির (ইসি ১৭৭৪৩) অভিযোগপত্রটি দাখিল করা হলো।

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্,
চট্টগ্রাম সীতাকুন্ড থানাধীন ঐতিহ্যবাহী হযরত খাজা কালুশাহ্ (রহঃ) মসজিদ, মাজার ওয়াক্ফ এষ্টেট (ইসি নং: ১৭৭৪৩) কর্তৃক পরিচালিত হযরত খাজা কালুশাহ্ (রহঃ) মাজার শরীফ, মসজিদ ও মাদরাসায় সন্ত্রাসী হামলা, দান বাক্স ভাংচুর, এতিমখানার দানকৃত মালামাল লুটপাটকারী খন্দকার শওকত আলী, খন্দকার মোহাম্মদ আলী ও মোহাম্মদ মিনহাজ গংদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

স্থান: হযরত খাজা কালুশাহ্ (রহঃ) মাজার প্রাঙ্গন
তারিখ: ২০ এপ্রিল ২০২৫ইং রবিবার, সকাল ১১ ঘটিকা
আয়োজনে: হযরত খাজা কালুশাহ্ (রহঃ) মসজিদ, মাজার ওয়াক্ফ এষ্টেট
(ইসি নং: ১৭৭৪৩) ও এলাকাবাসী।
কালুশাহ নগর, উত্তর সলিমপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

১) চট্টগ্রাম সীতাকুন্ড থানাধীন হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) নামক একজন কামেল অলি ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করলে ওনাকে উক্ত থানার সলিমপুর মৌজাস্থ আর এস ২২০৯ নং খতিয়ানের অধীন আর এস ৭৪৪৬ নম্বর দাগের জমিতে দাফন করা হয়। দূরদূরান্ত হইতে প্রচুর লোক তাঁহার মাজার শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা স্বরূপ নজরানা দিয়ে থাকেন। এইরূপ অবস্থায় স্থানীয় জনগনের ঐকান্তিক ইচ্ছায় মাজার শরীফের জায়গা সহ অন্যান্য জায়গা নিয়ে একটি মাজার কমপ্লেক্সে রুপ দেয়া হয় এবং হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) মসজিদ, মাজার নামে ওয়াকফ এস্টেট মাননীয় ওয়াকফ প্রশাসক কর্তৃক অর্ন্তভূক্ত যার ইসি নম্বর ১৭৭৪৩।

উক্ত মাজার শরীফ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় জনগন একটি সংবিধান তথা গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাহেবকে পদাধিকার বলে সভাপতি অন্তর্ভুক্ত করে মনোনয়নের মাধ্যমে কার্যকরী কমিটি গঠন করে বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে মাজার শরীফ সহ কমপ্লেক্স পরিচালনা করছেন। যাহা প্রতি দুই বৎসর অন্তর নিয়মিতভাবে ওয়াকফ অফিস হইতে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে আসছে।

উক্ত কার্যকরী কমিটির সততা, দক্ষতা ও ন্যায় নিষ্ঠতার ফলে বর্তমানে হযরত খাজা কালুশাহ্ (রহঃ) মসজিদ, মাজার ওয়াক্ত এষ্টেট (ইসি নং: ১৭৭৪৩) অধীন নিম্ন বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়ে আসছে।
ক। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) জামে মসজিদ।
খ। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) সুন্নিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদরাসা।
গ। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) লিল্লাহ বোর্ডিং ও এতিমখানা।
ঘ। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) হেফজখানা।
৬। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) দাতব্য চিকিৎসালয়।

চ। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। নজরানার প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে কতেক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি তাহাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থে জনৈক খন্দকার সিরাজুদ্দৌলা এবং খন্দকার লুৎফুল কবীরকে দাড় করাইয়া হযরত "কালুশাহ" নাম বিকৃত করিয়া "কালু ফকির" উল্লেখে তাহার ওয়ারিশ সাজিয়া একখানা ভূয়া ওয়াকফ এস্টেট গঠন করেন। যাহার ইসি নং: ১৫৮৩৯।

---

[57] অভিযোগপত্র
https://www.facebook.com/100030407123950/posts/pfbid0EHi1MA6iMRkGXMapdwHYsf9F6ihwCk9No1wC2hixGjv7g3xADioCEef7hKjGMZJVl/?app=fbl

মাজার শরীফে জমির মালিকানা এবং মাজার পরিচালনার ও তত্ত্বাবধানের দাবী করে, তার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব হয়।

৩। হজরত খাজা কালুশাহ (রহ.) মসজিদ, মাজার ওয়াকফ এস্টেট নামে যার ইসি নং- ১৭৭৪৩। জনৈক খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী ভুয়া মোতাওয়াল্লি সেজে বিভিন্ন মামলা সম্বন্ধে ভুল তথ্য প্রদান করেছে। মরহুম আবদুল কুদ্দুস ২৫ অক্টোবর ১৯৯৪ ওয়াকফ স্মারক নং-১৭৯৮ চট্টগ্রাম মূলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতিসহ ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি অনুমোদন লাভকরে। এরপর ১ নভেম্বর '২০০৭ ওয়াকফ আদেশে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতিসহ ১৯ সদস্যবিশিষ্ট অনুমোদিত কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পদাধিকার বলে সভাপতি রেখে বিগত ১৩/০১/২০২১ইংরেজী তারিখে ৩৯জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন প্রদান করেন। বর্তমানে উক্ত কমিটির মাধ্যমে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে। ৪। এখানে ওই তথাকথিত খন্দকার শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলী গংদের মোতাওয়াল্লি দাবি করার কোন ধরনের আইনগত অধিকার নেই। চট্টগ্রাম ৩য় সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে ২৫২/৯০ ও ২৫/৯২ নম্বর দুটি মামলায় ১৮ নভেম্বর ১৯৯৩ ইংরেজী তারিখের রায় মতে তাদের দাবি অগ্রাহ্য করে আমাদের পক্ষে তথা হজরত খাজা কালুশাহ (রহ.) মসজিদ, মাজার ওয়াকফ এস্টেটকে রায় দেয়। খন্দকার শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলী গংদের দাবিকৃত ইসি নং ১৫৮৩৯-এর কার্যক্রম পরিচালনা অবৈধ, বে-আইনি, ক্ষমতা বহির্ভূত ও অকার্যকর বলে আদালত বায় প্রদান করেন।

৫। রায়ের বিরুদ্ধে খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গং আমমোক্তার দাবি করে ১২০৭ ও ১২৫৯নং সিভিল রিভিশন মামলা করলে হাইকোর্ট ২৬ এপ্রিল '৯৯ রুল এবং স্থগিতাদেশ দেন। এই আদেশ দেখিয়ে ওয়াকফকে ভুল বুঝিয়ে ২২ জুলাই '১৯৯৯ ওয়াকফ অফিস থেকে হাসিল করে। এ আদেশের বিরুদ্ধে আমাদের সাবেক মোতাওয়াল্লি মরহুম আবদুল কুদ্দুস হাইকোর্টের ২৯৯৯/৯৯ রিট পিটিশন করে স্থগিতাদেশ পান। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্ট বিভাগের দ্বৈত বেঞ্চ বে-আইনিভাবে ৬ নভেম্বর ২০০০ ইংরেজী তারিখের আদেশে রিট পিটিশন খারিজের আদেশ রহিত করে রিট মামলা পুনঃশুনানির জন্য হাইকোর্টে পাঠায়।

যেহেতু ৪৪১নং সিভিল আপিল বর্তমানে হাইকোর্টে শুনানির অপেক্ষায় আছে সুতরাং ওই শুনানি না হওয়া পর্যন্ত এই আদেশ এখনও বলবৎ আছে, (আদেশ ১৩/০৫/২০০২ তারিখ)। মাজার পরিচালনার স্বত্ব নিয়ে যে দেয়ানি মোকদ্দমায় নিম্ন এবং আপিল আদালতে অত্র কমিটির পক্ষে রায় ও ডিক্রি দেয়। যার বিরুদ্ধে ১২০৭ও ১২৫৯নং সিভিল রিভিশন মোকদ্দমা হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওয়াকফ অফিস অভিযোগকারীর স্বত্ব বিষয়ে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না জানালেও তারা তথ্য গোপন করে বানোয়াট অভিযোগে সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, গত ৭ই এপ্রিল ২০২৫ইংরেজী তারিখে আনুমানিক দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে কথিত মোতাওয়াল্লী দাবীদার খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গং চিন্নিত সন্ত্রাসী ও কিশোর গ্যাং নিয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র সহকারে মাজার, মসজিদ, মাদরাসা ও এতিমখানার কর্মকর্তা কর্মচারীদের হুমকি দমকি দিয়ে জোর পূর্বক অফিস হতে বের করে দিয়ে অফিস ও দান বাক্স ভাংচুর চালায়।

এতে মাজার মসজিদ ও এতিমখানার চলমান খরচের জন্য সংরক্ষিত টাকা পয়সা ও দান বাক্সে দানকৃত অর্থ তার সন্ত্রাসী বাহিনী দ্বারা লুটপাট করে। শুধু তাই নয়, কথিত সন্ত্রাসীর গডফাদার খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গং ০৭/০৪/২০২৫ইং তারিখ সোমবার হতে ১২/০৪/২০২৫ইংরেজী তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘ ১ সপ্তাহে মাজার মসজিদ ও এতিমখানার দানকৃত অর্থ, গরু, ছাগল ও মুরগী পর্যন্ত আত্মসাৎ করে। দীর্ঘ এক সপ্তাহে দানকৃত অর্থ আত্মসাৎ করে কিশোর গ্যাং এর সদস্যদের খাবার, দৈনিক হাজিরা অনুসারে আত্মসাৎকৃত অর্থ ব্যয় করেছে। যা আমাদের কমপ্লেক্সের ভিডিও ফুটেজে সংরক্ষিত সিসি ক্যামেরায় আছে। দীর্ঘ ১ সপ্তাহে মাজারে আগত ভক্ত, কালুশাহ নগর এলাকার বাসিন্দাদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও এলাকার নারীদের হেনস্তা সহ বিভিন্ন অপকর্ম চালিয়েছে।

খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী তার কিশোর গ্যাং সদস্যদের নিয়ে ছেলে মিনহাজ কে দিয়ে ২৪ ঘন্টা মাজার কমপ্লেক্সের অফিস ও মাদরাসার ২য় তলার সেমিনার কক্ষ দখল করে রাতে পবিত্র স্থানে ইয়াবা-গাজা সহ মাদক সেবনের আসর বসাতো। এতে তাদের আরো সহযোগীরা অংশগ্রহণ করতো। ফলে কালুশাহ নগর এলাকাবাসী, মুসল্লীবৃন্দ, আগত আশেক-

ভক্তবৃন্দ তীব্র নিন্দা ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান। উক্ত খন্দকার মোহাম্মদ শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গংদের সন্ত্রাসী আক্রমণে অতিষ্ট হয়ে, এর প্রতিকার চেয়ে সীতাকুন্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা কামনা করে। উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক যুগ্ম মহাসচিব জনাব মোহাম্মদ লায়ন আসলাম চৌধুরী (এফসিএ) এর হস্তক্ষেপে হযরত খাজা কালু শাহ্ (রহঃ) কমপ্লেক্স দখলদার খন্দকার মোহাম্মদ শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গংদের থেকে উদ্ধার করে কমপ্লেক্স এর মোতাওয়াল্লী জনাব আলহাজ্ব সিরাজ-উদ-দৌলা সওদাগরকে পূর্বের ন্যায় যথারীতি দায়িত্ব পালন করার জন্য আহবান জানান, এবং কমপ্লেক্স এর পরবর্তী কার্যক্রমে তিনি সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ০৮/০৪/২০২৫ইং মঙ্গলবার তারিখে সীতাকুন্ড মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরী করা হয়। জিডি নং ৩৬৮, তারিখ ০৮/০৪/২০২৫ইং

নিবেদক--
আলহাজ্ব সিরাজ উদ-দৌলা সওদাগর।
সেক্রেটারি /মোতাওয়াল্লী।
হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) মসজিদ, মাজার ওয়াকফ এস্টেট-ইসি নং- ১৭৭৪৩।
কালুশাহ নগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

সংবাদ পাঠ করেন --
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু সালেহ,সহ-সভাপতি
হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) মসজিদ, মাজার ওয়াকফ এস্টেট-
ইসি নং- ১৭৭৪৩।কালুশাহ নগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন---
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আমিরী (মাঃজিঃআঃ)
অধ্যক্ষ ও সচিব,
হযরত খাজা কালু শাহ (রহঃ) সুন্নিয়া ফাজিল( ডিগ্রি) মাদরাসা।
কালুশাহ নগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।”

## কুমিল্লায় একসাথে চারটি মাজার হামলা।

**সার্বিক চিত্র:**
কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামে ২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে একসঙ্গে চারটি মাজারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।[58] হামলার শিকার মাজারগুলো হলো:
১. কফিল উদ্দিন শাহের মাজার,
২. আবদু শাহের মাজার,
৩. কালাই (কানু) শাহের মাজার,
৪. হাওয়ালি শাহের মাজার।
এর মধ্যে কফিল উদ্দিন শাহের মাজার সংলগ্ন তিনটি বসতঘরে ভাঙচুরের পর অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে অন্য তিনটি মাজারেও ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ঘটনার পর সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

**হামলার মূল কারণ:**
আসাদপুর গ্রামের বাসিন্দা মহসিন (৩৫) নামে এক যুবকের ফেসবুক আইডি "বেমজা মহসিন" থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১০:৫২ মিনিটে নবীজীকে নিয়ে কটূক্তিমূলক পোস্ট করা হয়। পোস্টে লেখা হয়েছিল: "যারা আউলিয়া তাদের পুত্র সন্তান হয়, যারা দেউলিয়া তাদের কন্যা সন্তান হয়, নবী মোহাম্মদ খুব খারাপ মানুষ ছিলেন তাই তার পুত্র সন্তান হয়নি, বর্তমান পীর সাহেব নবীর চেয়ে বেশী পবিত্র, তাই তাদের পুত্র সন্তান হইছে।"[59] এর আগে ২৯ আগস্টও একই আইডি থেকে মাজারের দানবাক্স চুরি নিয়ে বিতর্কিত পোস্ট করা হয়। এই পোস্ট ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানায় স্থানীয় 'তৌহিদী জনতা' ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মহসিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরদিন মাজারগুলোতে হামলা চালানো হয়।

পার্শ্বস্থানীয় মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ রাকিবুল ইসলাম মাকাম'র প্রতিনিধিকে বলেন, আসাদপুর বাজার সংলগ্ন এলাকার অধিকাংশই অধিবাসী সুন্নি মতাদর্শী ও মাজারপন্থি। প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি এলাকাবাসীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার কারণে বহু মাজারপন্থি লোকও উক্ত কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণ করেন। এলাকাবাসী মাজার ভাঙচুরসহ, অগ্নিসংযোগর মাধ্যমে এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া জানায়। এখনো মাজারের অগ্নিসংযোগ চিহ্ন বিদ্যমান।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**
ভাইরাল ভিডিওগুলোতে দেখা যায়:

- অগ্নিসংযোগ চলাকালীন সেনাবাহিনীর গাড়ি টহল দিচ্ছে।[60]
- পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত হাজার হাজার লোকের মিছিল ও বিক্ষোভ। এবং মাইকে 'সম্মানিত তৌহিদী

---

[58] প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/3uwlwb3tus
[59] কুমিল্লায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ https://www.ittefaq.com.bd/752571/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A7%AA-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%93
[60] মাইকে ঘোষণা দিয়ে কুমিল্লায় চারটি মাজারে হামলা-অগ্নিসংযোগ https://www.facebook.com/JamunaTelevision/videos/2293070617814212/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

জনতা'কে আহ্বান করে বলা হয়, "যারাই নবীকে নিয়ে কটুক্তি করবে তাদের প্রত্যেকের বিচার করা হবে।"[61]

- মাজার ও বাড়িঘরে আগুন জ্বলছে, ধোঁয়া উঠছে।[62]
- মাইকে ঘোষণা দিয়ে মানুষ জড়ো করা হচ্ছে।

মাজারে ভাঙচুরের পাশাপাশি বসতবাড়িতে আগুন দেয়ার পরবর্তী চিত্র। (ছবি: প্রথম আলো)

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

হামলায় অংশ নেয়া বিক্ষুব্ধ জনতা (তৌহিদী জনতার ব্যানারে), যাদের সংখ্যা ৫০০ থেকে ৫ হাজারের বেশি ছিল।[63] মাইকে ঘোষণা দিয়ে উক্ত মাজারগুলোতে হামলা করা হয়। অনেকে বহিরাগত বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। গ্রেপ্তারকৃতরা[64]:

- মো. ইব্রাহিম (২৪)
- মো. শহিদুল্লাহ (৩৩)
- মামলায় অজ্ঞাতনামা ২২শ (২২০০) জনকে আসামি করা হয়েছে।[65]

**প্রশাসনিক অবস্থান:**

হোমনা থানার ওসি মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, "আমরা ভেবেছিলাম মহসিনকে গ্রেপ্তারের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মব শুরু হবে, এটা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল।" "এলাকায় এখন থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।" ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে

---

[61] ৪টি মাজার ভাঙচুর ও বসৎবাড়ী-ঘরে লুটপাট অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আটক-২ https://www.facebook.com/sambadika.kasema.bhumiya/videos/1404758103954435/?app=fbl

[62] কুমিল্লায় হোমনায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে কপিল শাহর মাজার সহ মোট চারটি মাজারে হামলা ভাঙচুর আগুন দিয়েছে https://www.facebook.com/reel/822695337586549/?app=fbl

[63] কুমিল্লায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে চার মাজারে হামলা, অগ্নিসংযোগ https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-391431

[64] কুমিল্লায় মাজারে হামলার তিন দিন পর গ্রেপ্তার ২ ইত্তেফাক ডিজিটাল রিপোর্ট https://www.ittefaq.com.bd/753130/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8

[65] কুমিল্লায় চার মাজারে হামলা-অগ্নিসংযোগ: ২২ শ জনের বিরুদ্ধে মামলা https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-391706

এসআই তাপস কুমার সরকার বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**

- মহসিনকে ১৭ সেপ্টেম্বরই গ্রেপ্তার করে ১৮ সেপ্টেম্বর আদালতে প্রেরণ করা হয়। তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার মামলা রয়েছে।
- হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে এবং ২১ সেপ্টেম্বর দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
- সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে কাজ করেছে।

১৯ই সেপ্টেম্বর (হামলার পরদিন) প্রথম আলোর নিকট আলেক শাহের একমাত্র মেয়ে কানন বেগম বলেন, 'আমরা তিন ভাই, এক বোন। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, মহসিন ভাই স্বাভাবিক না। তাঁর এই অপকর্মের কারণে আমরা লজ্জিত। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। আমরাও মহসিনের বিচার চাই, সর্বোচ্চ শাস্তি চাই। কিন্তু কেন আমাদের সবকিছু শেষ করে দেয়া হলো?'

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:**

এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। অতিরিক্ত পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে, বাকি আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে। মাজারের ভক্ত ও স্থানীয় মাজারপন্থি পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাটি চলমান রয়েছে।

## ২২. কফিল উদ্দিন শাহ

(২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামের আলেক শাহ বাড়িতে)

১. মাজারে আগুন দেয়া হলে সেখানে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। (ছবি: টিবিএস)

২. কুমিল্লার হোমনায় মাজারে আগুন দেয়া হয়। (ছবি: সংগৃহীত)

৩-৪. কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামের কফিল উদ্দিন শাহের মাজার ভাঙচুরের পাশাপাশি তাঁর ছেলে, নাতি ও ভক্তদের থাকার তিনটি ঘর হামলার সময় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

**সার্বিক চিত্র:**

২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০–১১টার মধ্যে হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামের আলেক শাহর বাড়িতে অবস্থিত কফিল উদ্দিন শাহের মাজারে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এটিই ছিল চার মাজারের মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে বড় হামলা। মাজারের সঙ্গে অবস্থিত তিনটি টিনশেড বসতঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়।[66] কফিল উদ্দিন শাহ অভিযুক্ত মহসিনের দাদা এবং আলেক শাহের পিতা। এলাকাবাসী কফিল উদ্দিন শাহকে সুফি বুজুর্গ হিসেবে সম্মান করলেও তাঁর উত্তরসূরীদের প্রতি অসন্তোষ ছিল।

**হামলার মূল কারণ:**

‘বেমজা মহসিন’ নামীয় ফেসবুক আইডি[67] থেকে মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তিমূলক পোস্ট। মহসিন এই মাজার পরিবারের সদস্য হওয়ায় সরাসরি এই মাজারকে টার্গেট করা হয়। এছাড়া মহসিনের আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অনেকে হামলার অন্যতম প্রভাবক মনে করেন।

---

[66] অগ্নিসংযোগের ভিডিও https://www.facebook.com/reel/1150957103587493/?app=fbl

[67] বেমজা মহসিনের ফেবুু আইডি https://www.facebook.com/anu.malik.13177

বেমজা মহসিন।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**

জমায়েতের মাইকিং, মাজারে আগুন দেয়ার দৃশ্য, বাড়িঘর পোড়ানোর ফুটেজ বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল ও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। যমুনা টেলিভিশনের সংবাদ ভিডিওতে দেখা যায়, একজন মাওলানা উপস্থিত সকল জনতাকে আহ্বান করে বলেন, যারাই নবীকে নিয়ে কটুক্তিমূলক কথা বার্তা বলবে প্রত্যেকেই বিচার আওতায় আনা হবে।[68]

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

বিক্ষুব্ধ জনতা (৫০০–৫০০০ জনের মধ্যে অনেক বহিরাগত), তৌহিদী জনতার ব্যানারে মাইকে ঘোষণা দিয়ে হামলা। কয়েকজন স্থানীয় মাওলানা এর নেতৃত্ব দেন।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**

হোমনা থানার এসআই তাপস কুমার সরকার বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা দায়ের করেন। পরে অজ্ঞাত ২২০০ জনকে আসামি করা হয় এবং দুইজনকে আটক করা হয়।[69]

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**

হোমনা থানার ওসি মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জানান, মহসিন গ্রেপ্তারের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে ভেবেছিলেন, কিন্তু "মুহূর্তের মধ্যে মব" শুরু হয়ে যাওয়া তাদের ধারণার বাইরে ছিল।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:**

মাজার ও বাড়িঘর পুরোপুরি ধ্বংস। মহসিনসহ চারজন গ্রেপ্তার। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন। ফতেরকান্দি উপজেলার বাসিন্দা ভক্ত মনির হোসেন বলেন, "'১৫ বছর ধইরা এই মাজারের মুরিদ আমি। এইখানে খারাপ কিছু হয় না। আমরা জানতাম চাই, মাজারের অপরাধডা কী? তাঁরায় মাজারে হামলা করলো ক্যারে?"[70]

---

[68] যমুনা টিভি https://youtu.be/pPwmsUyqzfA?si=jA-h6-pIu45ihHBc

[69] কুমিল্লায় চার মাজারে হামলা–অগ্নিসংযোগ: ২২ শ জনের বিরুদ্ধে মামলা https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-391706

[70] কুমিল্লার হোমনা 'মাজারের অপরাধডা কী, তাঁরায় মাজারে হামলা করলো ক্যারে' https://www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/district/dst0ii7ya7#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17640212189271&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

### ২৩. কালাই শাহ মাজার (কালু/কানু)[71]

(২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, কুমিল্লার আসাদপুর নোয়াগাঁও, তিতাস নদীর তীরে)

হামলার পর কালাই শাহের মাজারের অভ্যন্তরীণ চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:**

আসাদপুর নোয়াগাঁও, তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত কালাই শাহের মাজার ১৮ সেপ্টেম্বর একই সময়ে হামলার শিকার হয়। মাজারটি দশক দুই ধরে সক্রিয়, প্রতি বছর ক্ষুদ্র পরিসরে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। মহসিন বা তার পরিবারের সঙ্গে এই মাজারের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই।

**হামলার মূল কারণ:**

মহসিনের পোস্টকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনার জের। কফিল উদ্দিন শাহের মাজার ভাঙার পর উসকানি দেয়া হয় "বাকিগুলোও ভাঙতে হবে"।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** মাইকিংয়ের অডিও-ভিডিও ও ভাঙচুরের ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়েছে।[72] এলাকাবাসী ভিডিও করতে চাওয়ায় বেশ কিছু মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলার তথ্য পাওয়া যায়।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

একই জনতা, যারা কফিল উদ্দিন শাহের মাজারে হামলা করে পরে এখানে আসে। খাদেম রফিকুল ইসলাম বলেন, '৫০০ থেকে ৭০০ মানুষ একসঙ্গে এই মাজারে হামলা চালিয়েছে। একই সময়ে অন্য মাজারগুলোতে হামলা চালানো হয়। কয়েকজন হুজুর হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, "সবকিছু ভেঙে ফেল, আর যা পাবি নিয়ে নে।" ঘটনার সময় কয়েকজন ভিডিও করতে চেয়েছিল। ভিডিও করতে গেলে ১০ থেকে ১২ জনের মোবাইলও হামলাকারীরা ভেঙে ফেলেছে।' মাজার-মতাদর্শ বিরোধী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রভাবের অভিযোগ উঠেছে।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** একই মামলায় (হোমনা থানা) অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ সংখ্যায় কম থাকায় প্রতিরোধ করতে পারেনি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** মাজার কর্তৃপক্ষের তৎপরতা নেই।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** মাজার পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে। খাদেম এমদাদুল হক বলেন, "সারাদেশে হাজার হাজার ভক্তের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। এর বিচার চাই।"

---

[71] কুমিল্লায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-391431

[72] মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে মাজারে হা'মলা আগুন! https://www.facebook.com/thebdbulletin/videos/1434989124474321/?app=fbl

### ২৪. আবদু শাহ

(২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, আসাদপুর হোমনা উপজেলার কফিল উদ্দিন শাহের মাজার থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে)

হামলার পর আবদু শাহ'র মাজারের চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:**
কফিল উদ্দিন শাহের মাজার থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে আবদু শাহ'র মাজার অবস্থিত। ১৮ সেপ্টেম্বর একই সময়ে হামলা হয়েছে। দানবাক্স ভেঙে টাকা লুট, মাজার ভাঙচুর। মহসিনের পরিবারের সঙ্গে এই মাজারের কোনো সম্পর্ক নেই।

**হামলার মূল কারণ:**
কফিল উদ্দিন মাজার ভাঙার পর সিরিজ হামলার অংশ। স্থানীয় উসকানি, "যেহেতু একটা ভেঙেছিস, বাকিগুলোও ভাঙ"।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** ভাঙা দানবাক্স ও পরিস্কারের ভিডিও দৃশ্য প্রথম আলোসহ নানা সংবাদ মাধ্যমে বিদ্যমান রয়েছে।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** একই জনতা।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** একই মামলায় হোমনা থানার অন্তর্ভুক্ত।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো বর্ণনা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** ভক্তরা মাজার পরিষ্কার করেছেন। ভক্ত খায়ের মিয়া বলেন, "আবদু শাহ কেমন জ্ঞানী ও নামাজি লোক ছিলেন। এমন একজন ব্যক্তির মাজারে হামলা, আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। তাঁর মূল বাড়ি পাশের মুরাদনগরের বেনিখোলা গ্রামে। আসাদপুর গ্রামে কালু দরবেশের মুরিদ হয়ে তিনি এই গ্রামে আসেন। যার কারণে মানুষ তাঁকে এখানেই সমাহিত করেছে।"

## ২৫. হাওয়ালী শাহ[73]

(২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামে)

হওয়ালি শাহ'র মাজারে হামলার পর আগত পুলিশ সদস্যরা। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:**
হাওয়া বেগম নামে এক নারী পরিচালিত 'হাওয়ালি শাহ' মাজার। এখানে কারো কবর নেই, শুধু মাজারসদৃশ স্থাপনা। ১৮ সেপ্টেম্বর আগুন দেয়া হয়। আবদু শাহ মাজারের পাশেই অবস্থিত।

**হামলার মূল কারণ:**
মহসিনের পোস্টের সঙ্গে এই মাজারের কোনো সম্পর্ক নেই। স্থানীয়দের একাংশ এটিকে 'ভণ্ড মাজার' মনে করতেন। সিরিজ হামলার অংশ হিসেবে এখানে আগুন দেয়া হয়।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** অগ্নিসংযোগের দৃশ্য কয়েকটি ভাইরাল ভিডিওতে আছে।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** একই জনতা।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** একই মামলায় অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ টহল জোরদার করেছে।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** কর্তৃপক্ষের তৎপরতা দৃশ্যমান নয়।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** স্থাপনা পুরোপুরি পুড়ে গেছে। এলাকায় এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে।

---

[73] কুমিল্লায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে চার মাজারে হামলা, অগ্নিসংযোগ https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-391431

## চট্টগ্রাম বিভাগে মাজার/দরবার/আস্তানায় হামলার অভিযোগ বা হামলার চেষ্টা

নিম্নোক্ত মাজার বা দরবার শরীফে হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রধানত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তালিকা[74], মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন[75], ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন "মাজারের মৌন আর্তনাদ"[76] বিডি ডাইজেস্টের প্রতিবেদন "পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে"[77] বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন "দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে?"[78] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর হামলার মাসিক প্রতিবেদন[79], Religion Unplugged[80] পত্রিকার প্রতিবেদনসহ ইত্যাদি[81] সংবাদমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে। তবে এসব ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, প্রশাসনিক রেকর্ড বা নির্ভরযোগ্য ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে হামলা-পরবর্তী ছবি বা সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে, যেখানে ধ্বংসাবশেষ ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। এমন ঘটনাগুলোকে আমরা অভিযোগ হিসেবে বিবেচনা করছি।

---

[74] বিশেষত সৈয়দ তারিকের দেওয়া তালিকা, তিনি দাবি করেন, এসবের প্রতিটি মাজার হামলার প্রমাণ ও ডিটেইলস তার কাছে মওজুদ আছে) https://www.facebook.com/share/p/1AxsjT2UuG/

[75] মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

[76] মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

[77] পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ • মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

[78] দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

[79] সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

[80] In Bangladesh, Intra-Muslim Conflict Results In Death And Destroyed Shrines https://religionunplugged.com/news/sufi-shrines-face-wave-of-attacks-in-bangladesh

[81] আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

## ২৬. বারো আউলিয়ার মাজার[82]

(২০২৪ সালের ৬ আগস্ট রাতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায়)

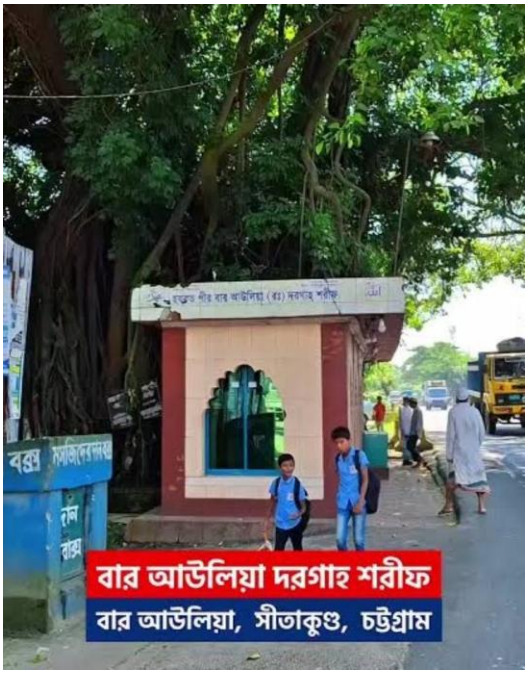


ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাঝখানে অবস্থিত বার আউলিয়ার দরগাহ। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:**

২০২৪ সালের ৬ আগস্ট রাতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ঐতিহাসিক “বারো আউলিয়ার মাজার” এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের উদ্দেশ্যে হামলার চেষ্টা চালায়। স্থানীয় মাজারপন্থী ও এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে হামলাকারীরা মূল মাজারে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়। তবে মাজার সংলগ্ন কিছু স্থাপনায় সামান্য ভাঙচুর ও আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি মূলত সামাজিক মাধ্যম ও কয়েকটি অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত তালিকার মাধ্যমে জানা যায়।

---

[82] স্বাধীন কাগজ
https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

**হামলার মূল কারণ:** প্রকাশিত কোনো সংবাদে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ নেই। তবে গত দেড় বছরে দেশব্যাপী মাজার-বিরোধী তৎপরতার অংশ হিসেবে "শিরক-বিদআত" অজুহাতে এই হামলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** ঘটনার কোনো ভিডিও পাওয়া যায়নি।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** অজ্ঞাত। কোনো নাম-পরিচয় বা গ্রুপ শনাক্ত করা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাইরে থেকে আগত কিছু লোক হামলার চেষ্টা করেছিল।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** প্রকাশিত কোনো সংবাদে সীতাকুণ্ড থানা বা প্রশাসনের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ঘটনার গুরুত্ব কম হওয়ায় এবং স্থানীয় প্রতিরোধে হামলা ব্যর্থ হওয়ায় কোনো মামলা বা তদন্ত হয়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** মাজার কমিটির বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় মাজার সংশ্লিষ্টরা সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, তারা সজাগ ছিলেন বলেই মূল মাজার রক্ষা পেয়েছে।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):**

- বারো আউলিয়ার মূল মাজার অক্ষত রয়েছে।
- হামলায় মাজার কিছু সংলগ্ন অস্থায়ী স্থাপনার ক্ষতি হয়েছিল, তা মেরামত করা হয়েছে।
- কোনো মামলা বা গ্রেফতারের খবর নেই।
- এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক। মাজারে নিয়মিত জিয়ারত ও ওরস অব্যাহত আছে।
- ঘটনাটি তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত থাকায় এবং মূল মাজারে হামলা না হওয়ায় পরবর্তীতে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি।

## ২৭. নানা শাহ মাজার[83]

(২০২৪ সালের ৫ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তেলিনগর গ্রামে)

**সার্বিক চিত্র:**

২০২৪ সালের ৫ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তেলিনগর গ্রামে নানা শাহের মাজারে ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। মাজারের খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেতিবাচক অর্থে ভাইরাল বক্তা মৌলভী সুজন শাহ। এই ঘটনাটি এখন পর্যন্ত কেবল অভিযোগ পর্যায়ে রয়েছে এবং বিস্তারিত কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

**হামলার মূল কারণ:**

ধারণা করা হচ্ছে, মাজারের খাদেম সুজন শাহ-এর ওয়াজ মাহফিলে কুরুচিপূর্ণ ও বিতর্কিত মন্তব্যের কারণেই এই ভাংচুর সংঘটিত হয়েছে। তবে এটি কেবল অনুমান, কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**

ভিডিও সংক্রান্ত কোনো উপাদান পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র কিছু স্থিরচিত্র ও ফেসবুকে প্রকাশিত পোস্টের মাধ্যমে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। গুগল ড্রাইভে আপলোডকৃত ভিডিওর লিঙ্ক: উপলব্ধ নেই।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

হামলাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য বা নাম উল্লেখ করা হয়নি।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**

প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ঘটনা সম্পর্কে কোনো অফিসিয়াল বিবৃতি বা পদক্ষেপের খবর পাওয়া যায়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**

স্থানীয় প্রশাসন বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া বা তদন্তের খবর প্রকাশিত হয়নি।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:**

ঘটনাটি এখনো অভিযোগ পর্যায়েই রয়েছে। অল্প কিছু স্থিরচিত্র ও ফেসবুকে তীব্র নিন্দা জানানো পোস্ট ছাড়া বিস্তারিত কোনো তথ্য বা আপডেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

---

[83] নানা শাহ মাজার ভাঙচুর
https://www.facebook.com/mdeamin.hasan.16/posts/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%83%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AB-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%A8/1721915905427967/

## হামলার প্রচেষ্টা

### ২৮. শাহ মনোহর মাজার

(৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ধলই ইউনিয়নের কাটিরহাট পশ্চিম ধলই গ্রাম)

**সার্বিক চিত্র:**

শুক্রবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, রাত আনুমানিক ১০টার দিকে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ধলই ইউনিয়নের কাটিরহাট পশ্চিম ধলই (সফিনগর) গ্রামে প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন হযরত শাহ মনোহর'র মাজারে একদল দুর্বৃত্ত মাজার ভাঙতে ও রওজায় আগুন ধরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে হামলার প্রচেষ্টা চালায়।[84] মসজিদের খাদেমের মাইকিংয়ে সজাগ হয়ে হাজারো এলাকাবাসী একত্রিত হলে হামলাকারীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ঘটনার পর সারারাত মাজার পাহারায় ছিলেন স্থানীয়রা।

**হামলার চেষ্টার কারণ:**

মাজারটি সুন্নি-বিশেষ করে কাদেরিয়া-গাউসিয়া তরিকার অনুসারীদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং প্রতি বছর ২২ মাঘ (৫-৭ ফেব্রুয়ারি) ওরসে লাখো ভক্তের সমাগম হয়। হামলার কয়েকদিন আগেই ওরস সম্পন্ন হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ওরসের ব্যাপক জমায়েত ও মাজারের প্রাচীনত্বকে কেন্দ্র করে কট্টর ওহাবি/সালাফি মতাদর্শের কোনো গোষ্ঠী এ হামলার পরিকল্পনা করেছিল।[85]

**ভিডিও বিশ্লেষণ:**

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়[86], হাজারো জনতা "নারায়ে তাকবীর – আল্লাহু আকবার", "নারায়ে রিসালাত – ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম", "নারায়ে গাউসিয়া – ইয়া গাউসুল আযম দস্তগীর" "অলি আল্লাহর দুশমনেরা হুঁশিয়ার সাবধান" ধ্বনি দিয়ে হামলাকারীদের প্রতিহত করছে।[87] কোনো হামলাকারীকে শনাক্ত করা যায়নি।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**

এখনও কেউ শনাক্ত বা গ্রেফতার হয়নি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা বাইরের লোক এবং মুখোশ/কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে এসেছিল। কোনো নাম-পরিচয় প্রকাশ পায়নি।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**

হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু মাহমুদ কাওসার হোসেন বলেন, "ধলই ইউনিয়নের পশ্চিম ধলই সফিনগর গ্রামের হযরত শাহ মনোহর'র মাজার ভাঙতে আসার খবরটি আমি

---

[84] এবার হাটহাজারীতে ৫০০ বছরের পুরোনো মাজার ভাঙার চেষ্টা https://www.amadershomoy.com/country/article/137302#gsc.tab=0

[85] হাটহাজারীতে ৫০০ বছরের পুরোনো মাজার ভাঙার চেষ্টা। চট্টগ্রাম ব্যুরো https://www.khaborerkagoj.com/country/849873

[86] হাটহাজারী কাটিরহাট-সফিনগরের মোগল আমলের ওলী হযরত শাহ মনোহর (রহ.)'র মাজারে হামলার কথা শুনে মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষের ঢল https://www.facebook.com/jiya.ula.haka.riyada.777445/videos/1703915616867480/?app=fbl

[87] হামলার কথা শুনে মানুষের ঢল। https://youtu.be/x4ReRjJi8VQ?feature=shared

শুনেছি। কিন্তু যারা ভাঙতে এসেছে, তাদের চিনতে পারেনি এলাকাবাসী। চিনতে পারলে ব্যবস্থা নেয়া যেত।”[৪৪]

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**

হযরত শাহ মনোহর মাজার পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব অহিদুল আলম চৌধুরী বলেন, “মাজার ভাঙতে আসা লোকজন এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে গেছে। আমাদের শরীরে একফোটা রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আমরা এসব দুর্বৃত্ত হায়েনাদের প্রতিরোধ করে যাবো। আমি প্রশাসনের লোকদের প্রতি মাজারের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানাচ্ছি।”

**সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):**

ঘটনার পর থেকে মাজারে স্থানীয় জনতা ও যুবকরা নিয়মিত পাহারা দিচ্ছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কোনো মামলা বা গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। মাজার কমিটি ও স্থানীয় আলেম সমাজ প্রশাসনের কাছে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বা নিরাপত্তা চৌকির দাবি জানিয়ে আসছে।

[৪৪] মাজার ভাঙতে আসা দুর্বৃত্তরা পালালো এলাকাবাসীর প্রতিরোধে https://dainikazadi.net/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D/

## হামলার গুজব

## ২৯. সোলাইমান শাহ (লেংটা বাবা) মাজার

(২০২৫ সালের ৩০ই জুলাই, চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার বেলতলী ইউনিয়নের বদরপুর গ্রামে)

**সার্বিক চিত্র:**
চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার বেলতলী ইউনিয়নের বদরপুর গ্রামে অবস্থিত শাহ সুফি সোলেমান শাহ (র.)-এর মাজার, যিনি স্থানীয়ভাবে "লেংটা বাবা" নামে পরিচিত। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী সুফি মাজার, যেখানে প্রতি বছর চৈত্র মাসের ১৭ তারিখে ওরস ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা সমবেত হন। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে সামাজিক মাধ্যমে "তৌহিদি জনতা কর্তৃক লেংটা বাবার মাজারে ভাংচুর" শিরোনামে একটি খবর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা পরবর্তীতে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডা বলে প্রমাণিত হয়।[89]

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** কোনো ভিডিও ডকুমেন্ট নেই।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:**
কোনো হামলাকারী নেই। "তৌহিদি জনতা" নাম ব্যবহার করে অজ্ঞাত একটি মহল মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে।

**প্রশাসনিক অবস্থান:**
চাঁদপুর জেলা প্রশাসক নিজে সরাসরি এই খবরের মিথ্যাচার প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জনগণকে প্রোপাগান্ডায় কান না দেওয়ার জন্য সতর্ক করেছেন।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:**
চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক তাঁর নিজস্ব ফেসবুক আইডি থেকে ৩০ জুলাই ২০২৫ তারিখে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন: "চাঁদপুরে সোলাইমান শাহ (লেংটা বাবা) মাজারে তৌহিদি জনতার ভাংচুর, ফেসবুকে প্রচারিত এই নিউজটি একটি প্রোপাগাণ্ডা। আপনারা প্রোপাগাণ্ডায় কান দিবেন না।" (সূত্র: চাঁদপুর খবর রিপোর্ট, ৩০ জুলাই ২০২৫)

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:**
মাজার সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অক্ষত আছে। কোনো ভাংচুর বা হামলার ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় প্রশাসনের সতর্কতায় মিথ্যা প্রোপাগান্ডা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং মাজারে স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

---

[89] চাঁদপুর খবর রিপোর্ট https://chandpurkhobor.com/107571/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%9A/

### ৩০. হযরত শাহ বদিউজ্জামান মুন্সীর মাজার

(১০ই আগস্ট, ২০২৪, রাতে বোয়ালখালী উপজেলার কধুরখীল ইউনিয়নের)

শাহ বদিউজ্জামান মুন্সির মাজারের বাহ্যিক চিত্র। (সংগৃহীত)

শাহ বদিউজ্জামান মুন্সির মাজারে আগুন লাগার পর অভ্যন্তরীণ চিত্র। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার কধুরখীল ইউনিয়নের মধ্য কধুরখীল গ্রামে অবস্থিত হযরত শাহ বদিউজ্জামান মুন্সি (রহ.) এর মাজার প্রাঙ্গনে একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ১০ আগস্ট ২০২৪ রাতে বা রবিবার ভোররাতে সংঘটিত হয়।[90] আগুনে মাজারের ভেতরে রক্ষিত ৮টি পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়ে যায়।[91] সকালে দোকান খুলতে আসা এক স্থানীয় বাসিন্দা আগুন দেখতে পেয়ে অন্যদের জানালে এলাকাবাসী মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মাজারের দরজা বন্ধ থাকা অবস্থায় ভেতরে আগুন লাগা এবং দরজার পাশে টাইলস ভাঙা থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে নাশকতার সন্দেহ দেখা দেয়।[92]

---

[90] একুশে পত্রিকা থেকে, আগুন লাগার ঘটনা https://www.ekusheypatrika.com/archives/222092

[91] ৮ টি পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়ে গিয়েছে।
https://www.facebook.com/100028822248429/posts/pfbid0kzGrP3LLj4RebPaWM9uFJUsvdn2TGHAnLSKoCb3DZ6rPnyW7jV88trUuBTKmydMGl/?app=fbl

[92] বোয়ালখালীতে মাজারে আগুন !
https://www.facebook.com/100057037794501/posts/pfbid0Z4Y7hLqrS8q7357yh2zSbfcama5RnYupsnFZR9vpmvGnKxqjRgR7AUFY1qMfHJxBl/?app=fbl

**হামলার মূল কারণ:** অজ্ঞাত। স্থানীয় বাসিন্দারা নাশকতার অভিযোগ তুললেও কোনো নির্দিষ্ট কারণ বা উদ্দেশ্য শনাক্ত করা যায়নি। ঘটনার পটভূমিতে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংঘাতের উল্লেখ নেই।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** কোনো ভিডিও প্রকাশিত হয়নি।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** অজ্ঞাত। কে বা কারা আগুন লাগিয়েছে তা শনাক্ত করা যায়নি। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ নেই।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রাথমিকভাবে মোমবাতির আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা উল্লেখ করেছে। তবে কোনো আনুষ্ঠানিক তদন্ত বা মামলার খবর পাওয়া যায়নি।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা অবস্থান প্রকাশিত হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা দিদারুল আলম রিপনসহ অন্যরা মোমবাতির দাবি নাকচ করে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন, যা মাজার-সংশ্লিষ্টদের উদ্বেগ প্রতিফলিত করে।

**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর মাজারে স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছে বলে স্থানীয়রা জানান। কিছু কোরআন শরীফের ক্ষতি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

### ৩১. হযরত লাল শাহ বাবা[93]

(২০ নভেম্বর ২০২৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত)

এক্সক্যাভেটর দিয়ে ভাঙারত অবস্থায় হযরত লাল শাহ বাবার মাজার স্থাপনা। (সংগৃহীত)

**সার্বিক চিত্র:** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত হযরত লাল শাহ বাবার মাজারটি ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে এক্সক্যাভেটর দিয়ে ভাঙা হয়েছে। মাজারটি সরকারি জমিতে অবস্থিত এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে ৬ লেনে উন্নীত করার প্রকল্পের অধীনে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে মাজারসহ আশেপাশের মসজিদ, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা ভাঙা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী, দু'মাস আগে লিখিত সতর্কতা ও চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে, যদিও কেউ কেউ এখনো ক্ষতিপূরণ পাননি। এটি কোনো হামলা বা নাশকতা নয়, বরং সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ।

**হামলার মূল কারণ:** কোনো হামলা নয়। ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে ৬ লেনে উন্নীত করার জন্য সরকারি জমি অধিগ্রহণ এবং রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা। মাজারটি রাস্তার জায়গায় পড়ায় ভাঙা হয়েছে।

**ভিডিও বিশ্লেষণ:** ফেসবুক লিঙ্কে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, এক্সক্যাভেটর দিয়ে মাজার ভাঙা হচ্ছে। ভিডিওতে সরকারি কর্মকর্তা ও করপোরেশনের লোকজনের উপস্থিতি ও নেতৃত্ব দেখা যায়। এটি আইনি জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ বলে নিশ্চিত হয়।

**অভিযুক্ত হামলাকারী:** কোনো অভিযুক্ত নেই। এটি হামলা নয়; সরকারি রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ ডিপার্টমেন্টের অধীনে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন এক্সক্যাভেটর ব্যবহার করে ভেঙেছে।

**প্রশাসনিক অবস্থান:** প্রশাসনের অবস্থান হলো, জমি অধিগ্রহণ আইনি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে। পূর্বেই কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের স্বার্থে ভাঙা অপরিহার্য ছিল।

**কর্তৃপক্ষের অবস্থান:** মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি নেই। স্থানীয়রা এটিকে উন্নয়ন কাজের অংশ হিসেবে স্বীকার করেছেন, যদিও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
**সর্বশেষ পরিস্থিতি:** মাজারটি সম্পূর্ণ ভাঙা হয়েছে। আশেপাশের অন্যান্য স্থাপনাও ভাঙা সম্পন্ন। রাস্তা সম্প্রসারণ কাজ চলমান। কোনো বিরোধ বা পরবর্তী ঘটনার খবর নেই।

---

[93] ব্রাহ্মণবাড়িয়া লাল শাহ বাবার মাজার আজ ২০ নভেম্বর এক্সক্যাভেটর নিয়ে ভেঙ্গে ফেলা https://www.facebook.com/share/v/19nW5c7RhA/

# ‘২০২৪-২৫ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা’ বিষয়ে মাকাম’র প্রতিবেদন

## কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- চট্টগ্রাম বিভাগে মাজারে হামলার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে কুমিল্লায়–**১৭টি**
- অন্তত **৭৫%** হামলা হয়েছে **‘তৌহিদী জনতা’**র নামে।
- হামলার কারণে অদ্যাবধি অন্তত **১২টি** মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।
- এ-সকল হামলায় নারীসহ অন্তত **৩১জন** শারীরিকভাবে আহত হয়েছেন।
- হামলার শিকার অন্তত **১৫টি** মাজারে বাৎসরিক উরস আয়োজন বন্ধ রয়েছে।
- অন্তত **৫৫%** ঘটনায় সরাসরি ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ প্রধান কারণ।
  যেমন: শিরক, বিদআত আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন।
- অন্তত **৯০%** ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিষ্ক্রিয়।
  **২৭টি** হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে মাত্র **২টি**।

CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM

মাকাম'র প্রতিবেদন

# চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘটিত ২৭টি মাজারে হামলার ঘটনায় ৩টি কারণই প্রধান

- ধর্মীয় বিরোধ (শিরক, বিদআত আখ্যা–মতাদর্শগত বিরোধ)
- স্থানীয় বিরোধ (কমিটি ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব)
- রাজনৈতিক বিরোধ (রাজনৈতিক প্রতিশোধপরায়ণতা)

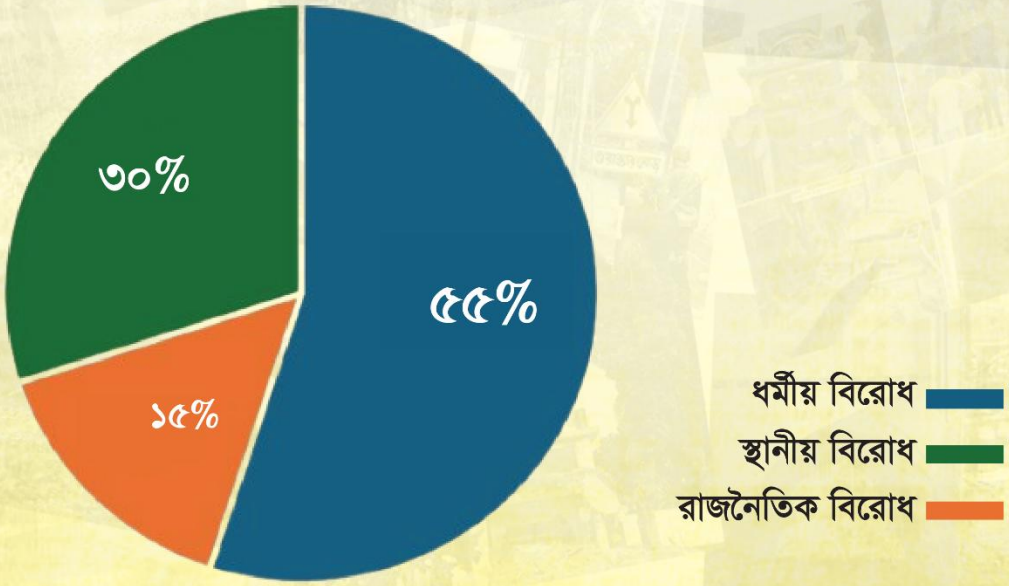


CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM

মাকাম'র প্রতিবেদন

## চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘটিত ২৭টি মাজারে হামলার ঘটনার জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান

পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলাসহ ৬টি জেলায় কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি;
বিপরীতে কুমিল্লায় সর্বোচ্চ ১৭টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

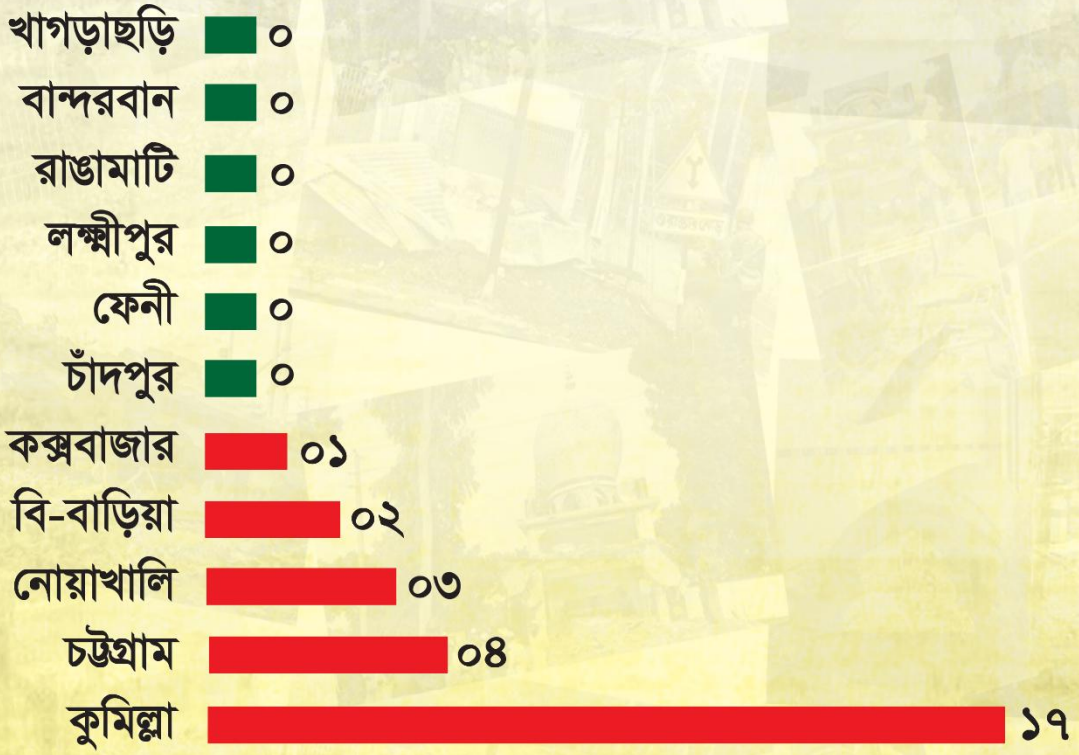


CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM

মাকাম'র প্রতিবেদন

# চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘটিত ২৭টি মাজারে হামলার ঘটনায় প্রশাসনিক পদক্ষেপ

- ২৭টি ঘটনার বিপরীতে মাত্র ২টি মামলা হয়েছে।
- দুয়েকটি মাজারে মাজার কর্তৃপক্ষই পাহারা দিচ্ছেন; আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সহযোগিতা নেই।
- বেশ কিছু ঘটনায় ভিডিও ফুটেজে হামলাকারীদের দেখা গেলেও তাদেরকে আইনের আওতায় আনার কোনো চেষ্টা নেই।

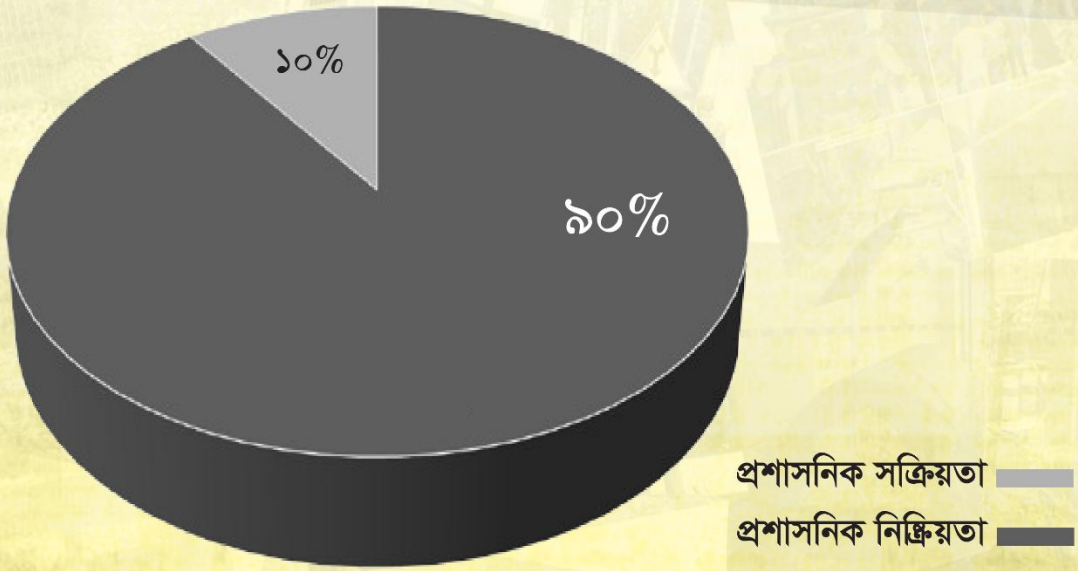


CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM

# ‘২০২৪-২৫ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা’ বিষয়ে প্রতিবেদন

CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM